সেপ্টেম্বর ২০১৬, ভাদ্র-আশ্বিন ১৪২৩

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা

জাতীয় শোক দিবস পালিত

কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা
২০১৬-১৭ ঘোষণা

বাংলাদেশের এসএমই ঋণ বিতরণ

মেধাবী কর্মকর্তাদের সাহচর্যে নতুনরা তাদের সেরা পারফরমেন্স দিতে সক্ষম।

অমলেন্দু রায়
প্রাক্তন উপমহাব্যবস্থাপক

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমার এবারের অতিথি প্রাক্তন উপমহাব্যবস্থাপক অমলেন্দু রায়। তিনি ১৯৭৬ সালের জুনে বাংলাদেশ ব্যাংকের চাকরিতে যোগদান করেন। দীর্ঘ ও সফল কর্মজীবন শেষে ২০০৯ সালে উপমহাব্যবস্থাপক হিসেবে অবসরে যান। প্রবীণ এই কর্মকর্তা তাঁর নানান অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা বলেন বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমার সাথে।

দীর্ঘ কর্মজীবন সফলভাবে সম্পন্ন করার পর অবসর সময় কিভাবে কাটছে ?

প্রথমদিকে খারাপ লাগত। এখন মানিয়ে নিয়েছি। বিভিন্ন বিষয়ে বই পড়ি, বিশেষ করে ব্যাংকিং বিষয়ক লেখা পড়তে ভালো লাগে। পাশাপাশি ধর্মীয় বই পড়ি এবং নিয়মিত হাঁটাহাঁটি করি। সুযোগ পেলে গ্রামে যাই। এছাড়া এক বছরের নাতিকে নিয়ে সময় কাটাই।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চাকরিতে যোগদানের অনুভূতি কেমন ছিল ?

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চাকরিতে ১৯৭৬ সালের জুনে যোগদান করি। এর আগে একটি হাইস্কুলে বিজ্ঞান শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলাম। বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগদানের পর কাজের পরিবেশ, কর্মপদ্ধতি সব কিছু বিবেচনায় তখন উপলব্ধি করেছি- একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠানে কর্মজীবন শুরু হয়েছে। সেসময় বাংলাদেশ ব্যাংক এস্টাব্লিসমেন্ট ম্যানুয়াল নামে একটি লিখিত ডকুমেন্ট ছিল। এতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পদানুসারে কর্মবণ্টন উল্লেখ করা ছিল। এই ম্যানুয়ালের ওপর ভিত্তি করেই আমরা দাপ্তরিক দায়িত্ব পালন করেছি।

'বাংলাদেশ ব্যাংকে কর্মজীবনের অনেকটাই সুখকর স্মৃতিতে পূর্ণ।'- *অমলেন্দু রায়*

আপনার চাকরিজীবন সম্পর্কে কিছু বলুন-

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রথম চাকরিতে যোগদান করি পরিসংখ্যান বিভাগে। এরপর অফিসার হিসেবে পদোন্নতিপ্রাপ্ত হয়ে মতিঝিল অফিসে দায়িত্ব পালন করি। বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন ও বিনিয়োগ বিভাগ, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও পরিদর্শন বিভাগে কাজ করেছি। এছাড়া সিলেট অফিসে দুই বছর দায়িত্বরত ছিলাম। এরপর ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-১ এ কর্মরত অবস্থায় অবসরে যাই।

কর্মজীবনের কোনো বিশেষ স্মৃতি সম্পর্কে বলবেন কি ?

বাংলাদেশ ব্যাংকে কর্মজীবনের অনেকটাই সুখকর স্মৃতিতে পূর্ণ। ব্যাংক পরিদর্শন কাজেই বেশি সময় কেটেছে। এই কাজটি যথেষ্ট চ্যালেঞ্জিং। বিভিন্ন ব্যাংক পরিদর্শনে গতানুগতিক অনিয়মের বাইরে ব্যাংক বিধিমালাসহ অন্যান্য আইন বা বিধি লংঘিত হয়েছে কিনা তা রিপোর্টে উল্লেখ করা আমার চাকরিজীবনের বিশেষ স্মৃতি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঠিক দিকনির্দেশনা ও সার্বিক সহযোগিতায় এ ধরনের কাজে বেশ প্রশংসা পেয়েছি যা পদোন্নতিতে কাজে লেগেছে। এছাড়া আমি তৎকালীন কর্মচারী ইউনিয়নের কার্যকরী পরিষদের নির্বাহী কোষাধ্যক্ষ ছিলাম। অফিসার্স ওয়েলফেয়ার কাউন্সিলের নির্বাহী সদস্য ছিলাম। অনেক সময় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে গঠনমূলক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে দাবি দাওয়ার সুরাহা করেছি।

আপনার পরিবার সম্পর্কে কিছু বলুন-

আমার দুই মেয়ে এক ছেলে। বড় মেয়ে বিবাহিত, ছেলে একটি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে বিবিএ পড়ছে। ছোট মেয়ে ৭ম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত।

আপনার সময়ের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বর্তমানের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তুলনা করুন।

বর্তমানে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মপরিবেশ বিস্তর উন্নত হয়েছে। আগে আমরা আলমিরার পার্টিশান দিয়ে শাখার বিভাজন করেছি। সেখান থেকে কিউবিক্যাল্সের যুগ এসেছে। এখন নীরবে নিভৃতে কাজের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। আগে তা ছিলনা।

নবীনদের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন-

বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকে চৌকস ও মেধাবী ছেলেমেয়েরা যোগদান করছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দক্ষ ও মেধাবী কর্মকর্তাদের সাহচর্যে নতুনরা তাদের সেরা পারফরমেন্স দিতে সক্ষম। বাংলাদেশ ব্যাংক এখন অত্যাধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর একটি প্রতিষ্ঠান, যা আমাদের সময় ছিলনা। নবাগত ছেলেমেয়েরা এই প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা দিয়ে উদ্ভাবনী ও সৃজনশীল কাজের মাধ্যমে আর্থিক খাতকে শক্তিশালী করবে বলে বিশ্বাস করি। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নবীন কর্মীদের কাছে জাতি এটাই আশা করে।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

সম্পাদনা পরিষদ

■ **সম্পাদক**
এফ. এম. মোকাম্মেল হক

■ **বিভাগীয় সম্পাদক**
মোঃ জুলকার নায়েন
সাঈদা খানম
মহুয়া মহসীন
নুরুন্নাহার
আজিজা বেগম

■ **গ্রাফিক্স**
ইসাবা ফারহীন
তারিক আজিজ

■ **আলোকচিত্র**
মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান

জাতীয় শোক দিবস পালন কমিটি, বাংলাদেশ ব্যাংকের আয়োজনে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত

জাতীয় শোক দিবস ২০১৬ পালিত

জাতীয় শোক দিবস ২০১৬ উপলক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক বঙ্গবন্ধু পরিষদের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্ম কমান্ড ও বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের সমন্বয়ে গঠিত জাতীয় শোক দিবস পালন কমিটির উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ২য় সংলগ্নী ভবনের ব্যাংকিং হলে ২৮ আগস্ট ২০১৬ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী এম. এ. মান্নান এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবির। অনুষ্ঠানে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান এবং এস. কে. সুর চৌধুরী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শোক দিবস পালন কমিটির আহ্বায়ক এবং বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি নেছার আহাম্মদ ভূঁঞা।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ এ শাহাদাৎ বরণকারী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পরিবারের সদস্যবর্গের আত্মার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে কালো ব্যাচ ধারণ এবং এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর শোক দিবস স্মরণে 'হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন করেন অতিথিবর্গ।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে স্মৃতিচারণমূলক বক্তব্য প্রদান করেন। এসময় তিনি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা তুলে ধরে বলেন, বঙ্গবন্ধুর তুলনা কেবল বঙ্গবন্ধু নিজেই। কেননা তাঁর মহানুভবতা, সাহসিকতা, সবাইকে আপন করে নেয়ার ক্ষমতা এবং বাংলাদেশ নামক দেশ সৃষ্টির পেছনে তাঁর রক্ত ঝরানো ইতিহাস তথা এদেশের মানুষের টিকে থাকা ও উন্নয়ন নিয়ে ভাবনা ছিল অতুলনীয়। এমনকি সারা বিশ্বে বঙ্গবন্ধুর মতো দেশ ও মানুষের জন্য এতটা আত্মত্যাগের দ্বিতীয় উদাহরণ আর নেই।

বিশেষ অতিথি অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এম. এ. মান্নান বলেন, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন শুরু হয়েছিল জাতির জনকের হাত ধরে। আমরা আজো উন্নয়ন পরিকল্পনার সর্বক্ষেত্রে তাঁর দেখানো পথেই চলছি। তিনি আরো বলেন, আমি বিশ্বাস করি বঙ্গবন্ধুর আদর্শ এবং তাঁর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এগিয়ে গেলে অচিরেই বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হবে।

গভর্নর ফজলে কবির অনুষ্ঠানে উপস্থিতির জন্য অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত এবং অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এম. এ. মান্নানের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান। এছাড়াও শোক দিবস নিয়ে এমন আয়োজনের প্রশংসা করে আয়োজকদের ধন্যবাদ জানান। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের অর্থনৈতিক মুক্তির স্বাদ দেশকে দিতে হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তা হিসেবে সবাইকে আরো দায়িত্বশীল হয়ে কাজ করার পরামর্শ দেন গভর্নর।

অনুষ্ঠানের আলোচক ডেপুটি গভর্নর আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান বলেন, বঙ্গবন্ধুর এক মোহনীয় শক্তি ছিল। জাতির জনকের এই ঐশ্বরিক শক্তির ফলেই তাঁর ডাকে সবাই ঐক্যবদ্ধ হতে পেরেছিল। যার ফসল হিসেবে আমরা পেয়েছি স্বাধীন বাংলাদেশ।

ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী তাঁর বক্তৃতায় বলেন, বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে আমরা বাংলাদেশ পেতাম না। আর বাংলাদেশ না পেলে আজ আমরা যার যে অবস্থান পেয়েছি এটিও পেতাম না। সুতরাং আমাদের এই স্বাধীনতা অর্জন এবং নিজেদের এই সার্বভৌম অবস্থানের প্রতি সম্মান জানিয়ে প্রত্যেকের উচিত দেশ ও জনগণের স্বার্থে কাজ করা।

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন শোক দিবস পালন কমিটির সদস্য সচিব এবং প্রজন্ম কমান্ডের সভাপতি হামিদুল আলম সখা, বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম খন্দকার, বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়ীজ অ্যাসোসিয়েশন (সিবিএ) এর সাধারণ সম্পাদক মোঃ মনজুরুল হক, বঙ্গবন্ধু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এইচ. এম. দেলোয়ার হোসেন এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্মমহাসচিব এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ইউনিটের আহ্বায়ক দেলোয়ার হোসেন খান রাজীব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত এবং অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী এম. এ. মান্নান ২৮ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় অংশ নিতে বাংলাদেশ ব্যাংকে আগমন করেন। আলোচনা সভার পূর্বে তাঁরা বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবির, ডেপুটি গভর্নর আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান, এস. কে. সুর চৌধুরী এবং নির্বাহী পরিচালকবৃন্দের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন

ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী ও ব্যাংকের বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন

ডেপুটি গভর্নর শোক দিবসে বক্তব্য রাখছেন

সিবিএ আয়োজিত রক্তদান কর্মসূচি

শোক দিবসে ব্যাংকে বিভিন্ন কর্মসূচি

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ১৫ আগস্ট ২০১৬ বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়ীজ এসোসিয়েশন (সিবিএ) এর উদ্যোগে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয় চত্বরে এক রক্তদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সহ-সভাপতি মোঃ আইয়ুব আলী। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে রক্তদান কর্মসূচির উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দার, মহাঃ নাজিমুদ্দিন, নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ মোবারক হোসেন, নির্বাহী পরিচালক এস. এম. মনিরুজ্জামান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহাব্যবস্থাপক প্রভাষ চন্দ্র মল্লিক, মোঃ আওলাদ হোসেন চৌধুরী, মোহাম্মদ আহম্মদ আলী, নূর উন নাহার ও মোঃ ইউনুছ আলী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, বাংলাদেশ ব্যাংক প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট কমান্ডের আহবায়ক ও কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের যুগ্ম-মহাসচিব বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ দেলোয়ার হোসেন খান রাজিব ও সদস্য সচিব বীর মুক্তিযোদ্ধা দেওয়ান মোখলেছুর রহমান, বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি মোঃ নেছার আহাম্মেদ ভূঁঞা ও সাধারণ সম্পাদক এইচ এম দেলোয়ার হোসেন, বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার্স ওয়েলফেয়ার কাউন্সিলের সভাপতি মোঃ সিদ্দিকুর রহমান মোল্লা ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ শাহরিয়ার সিদ্দিকী, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মচারী ঋণদান সমবায় সমিতি লিমিটেডের সম্পাদক মোঃ রজব আলী, অধিকোষের সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন সজল, মুক্তিযুদ্ধ প্রজন্ম কমান্ডের সাধারণ সম্পাদক মোঃ মঈন উদ্দিন খান, বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম খন্দকার, বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাবের সভাপতি আবু হেনা হুমায়ুন কবীর লনী ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ আরিফুল ইসলাম।

মুক্তিযুদ্ধ প্রজন্ম কমান্ডের সভাপতি লায়ন হামিদুল আলম সখার পরিচালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়ীজ এসোসিয়েশন (সিবিএ) এর সাধারণ সম্পাদক মোঃ মনজুরুল হক।

প্রধান অতিথি ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাতের অন্ধকারে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাংলার রাখাল রাজা, স্বাধীন বাংলার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে ঘাতকরা হত্যা করে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেই তারা ক্ষান্ত হয়নি, ৩ নভেম্বর জেলখানায় বঙ্গবন্ধুর চার ঘনিষ্ঠ সহচর সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজ উদ্দিন আহমেদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ও এএইচ এম কামরুজ্জামানকেও হত্যা করে। দেশকে আবারও পাকিস্তান বানানোর চক্রান্তে লিপ্ত হয়। ঘাতকচক্র ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করে যাতে এইসব হত্যাকাণ্ডের কোনো বিচার না হয়। দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় ১৯৯৬ সালে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় এলে সংসদে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ তুলে খুনিদের সাধারণ বিচারের আওতায় এনে বিচারের ব্যবস্থা করা হয়। খুনিদের ফাঁসির রায় কার্যকর হয়েছে। এখনো ছয়জন খুনি বিদেশে পলাতক রয়েছে। বাঙালি জাতি পলাতক খুনিদের বিচারের রায় কার্যকর দেখতে চায়। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকে আপনারা সকলে ঐক্যবদ্ধ থাকবেন। সবসময় প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন। এই হোক জাতীয় শোক দিবসের অঙ্গীকার।

উল্লেখ্য, সিবিএ আয়োজিত রক্তদান অনুষ্ঠানে ব্যাংকের অনেক কর্মচারী ও কর্মকর্তা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। বাদ যোহর ব্যাংক মসজিদে শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে মিলাদ মাহফিল ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। এরপর গণভোজ বিতরণ করা হয়।

ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি রিপোর্ট এর মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে গভর্নর, ডেপুটি গভর্নরসহ অন্য অতিথিবৃন্দ

ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি রিপোর্ট ২০১৫ এর মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ ব্যাংকের 'ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি রিপোর্ট ২০১৫' এর মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান ১ আগস্ট ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। গভর্নর ফজলে কবির প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রধান কার্যালয়ের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে 'ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি রিপোর্ট ২০১৫' এর মোড়ক উন্মোচন করেন। অনুষ্ঠানে ডেপুটি গভর্নর আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান এবং এস. কে. সুর চৌধুরী, চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাডভাইজার মোঃ আল্লাহ্ মালিক কাজেমীসহ সংশ্লিষ্ট নির্বাহী পরিচালকবৃন্দ ও পরামর্শকগণ উপস্থিত ছিলেন। আরও উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান নির্বাহীগণ।

সভাপতির বক্তব্যে ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী বলেন, ২০১৪ সালের মতো ২০১৫ সালেও ব্যাংকগুলো ঋণ বিতরণে সতর্ক ছিল এবং আমানতের একটি বড় অংশ নিরাপদ তরল সম্পদে বিনিয়োগ করেছিল। তা সত্ত্বেও ঋণ প্রবৃদ্ধির উর্ধ্বগামী ধারা অব্যাহত ছিল। এ সময়ে কিছু ব্যাংকের মধ্যে Asset Concentration এর হার কমেছে, নতুন ব্যাংকগুলো তাদের অবস্থান আরও সুসংহত করেছে। নানা প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের বিচক্ষণ এবং সময়োপযোগী নীতিমালার জন্য সামষ্টিক অর্থনীতির সূচকসমূহে উর্ধ্বগতি পরিলক্ষিত হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে ব্যাংকসমূহের ব্যাসেল-৩ মূলধন এবং তারল্য কাঠামো বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া শুরু করাকে তিনি ২০১৫ সালের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হিসেবে উল্লেখ করেন। এই উদ্যোগ ব্যাংকের মূলধন এবং তারল্য কাঠামোকে আরও শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর মাধ্যমে আর্থিক ব্যবস্থার ঝুঁকি সহনক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

প্রধান অতিথি গভর্নর ফজলে কবির বলেন, ২০১৫ পঞ্জিকাবর্ষে সামষ্টিক স্থিতিশীলতার পাশাপাশি বাংলাদেশের আর্থিক ব্যবস্থায় সার্বিকভাবে স্থিতিশীলতা ও অভিঘাত সহনক্ষমতা বজায় ছিল যা উৎসাহব্যঞ্জক। ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি রিপোর্ট বাংলাদেশের সামগ্রিক আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা ও সক্ষমতার চিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমের মূল্যায়ন করে। তাছাড়া, আর্থিক খাতের সম্ভাব্য ঝুঁকি ও দুর্বলতা নিরূপণ এবং ঝুঁকিভিত্তিক তদারকি ব্যবস্থায় বাংলাদেশ ব্যাংক অঙ্গীকারাবদ্ধ বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে আরও দক্ষ এবং বিনিয়োগবান্ধব করতে খেলাপি ঋণ কমানোর চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে বলে উল্লেখ করে ব্যাংকগুলোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে অধিক জোরদার করতে তিনি পরামর্শ দেন। গভর্নর উল্লেখ করেন, দেশে উন্নত ঋণ সংস্কৃতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে বড় অঙ্কের ঋণগুলোর নজরদারিকে অধিকতর জোরালো ও কাঠামোবদ্ধ করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে সেন্ট্রাল ডাটাবেজ ফর লার্জ ক্রেডিট (সিডিএলসি) স্থাপন করা হয়েছে যা একটি ইতিবাচক দিক। সাইবার রিস্ক বিষয়ে বিশ্বব্যাপী নতুন সচেতনতা সৃষ্টি হচ্ছে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এরই মধ্যে ব্যাংকগুলোকে সাইবার নিরাপত্তা বৃদ্ধির বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন, এ বিষয়ে চলমান ঝুঁকির বিবর্তনের সাথে সাথে বাংলাদেশ ব্যাংক ও আর্থিক খাতের উৎকর্ষ অর্জনের জন্য আমাদের সকলের জোরালো প্রচেষ্টা বজায় রাখতে হবে।

গভর্নর বলেন, আর্থিক বাজারগুলোর অধিকতর বিশ্বায়ন ও আন্তঃসংযোগের ফলে বৈদেশিক বাজারগুলোতে যে কোনো প্রতিকূল অবস্থায় আমাদের দেশের আর্থিক স্থিতিশীলতা ক্রমবর্ধমান ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে, যা প্রকারান্তরে দেশের টেকসই প্রবৃদ্ধি এবং মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। তাই সকলকে অবশ্যই সম্মিলিতভাবে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার প্রস্তুতি নিতে হবে। যদিও ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো এখনো কোনো সিস্টেমিক ঝুঁকির সম্মুখীন হয়নি, তবুও ক্রমাগত উদারিকরণ ও উন্মুক্ততার সাথে সাথে বাংলাদেশের আর্থিক খাতে নতুন ঝুঁকি মোকাবেলার সামর্থ্য অর্জনের প্রস্তুতি এবং গবেষণা অব্যাহত রাখতে হবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে রিপোর্টটির গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণসমূহ সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করা হয়। ২০১৫ সালে ব্যাংকগুলোর সম্পদের বিপরীতে আয় বেড়েছে এবং ব্যাংকগুলোর সম্পদের বিপরীতে আয় হয়েছে দশমিক ৮ শতাংশ। ২০১৫ সালে মূলধনের বিপরীতে আয় হয়েছে ৯ দশমিক ৪ শতাংশ। ২০১৫ সালের শেষে ব্যাংকিং খাতে শ্রেণিকৃত ঋণ হ্রাস পেয়ে মোট বিতরণকৃত ঋণের ৮ দশমিক ৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। তবে ব্যাংকগুলোতে মন্দ বা ক্ষতিজনক ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে তা শ্রেণিকৃত ঋণের ৮৪ দশমিক ৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। রিপোর্টে আরও দেখা যায়, ব্যাংকিং খাতের আমানতের শতকরা ৫৭ দশমিক ৩ শতাংশই মেয়াদি আমানত যা আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চিতি ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে ২৭ দশমিক ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। এটি ২০১৪ সালের একই সময়ের চেয়ে ২৩ দশমিক ৩ শতাংশ বেশি যা ছয় মাসের অধিক আমদানি ব্যয় মেটাতে সক্ষম। তবে এ সময়ে রপ্তানির তুলনায় আমদানির পরিমাণ অধিকতর বৃদ্ধি পাওয়ায় বাণিজ্য ঘাটতি বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০১৫ সালের ডিসেম্বর প্রান্তিকে ব্যাংকিং খাতের মূলধন পর্যাপ্ততার হার (Capital to Risk-weighted Asset Ratio (CRAR)) ছিল ১০ দশমিক ৮ শতাংশ যা ন্যূনতম মাত্রা (১০.০ শতাংশ) এর উর্ধ্বে রয়েছে। যেসব ব্যাংকের CRAR ১০ শতাংশের উর্ধ্বে, সম্মিলিতভাবে সেসব ব্যাংকের আওতায় ব্যাংকিং খাতের মোট সম্পদের তিন-চতুর্থাংশ রয়েছে যা আর্থিক স্থিতিশীলতার একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক। আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সার্বিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০১৫ সালে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পদের গুণগত মান হ্রাস পেয়েছে। শ্রেণিকৃত ঋণ ও লিজ এর হার ৩৬০ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়ে ৮ দশমিক ৯ শতাংশ হয়েছে। মূলধন পর্যাপ্ততার হার (CAR) ছিল ১৮ দশমিক ৭ শতাংশ যা ন্যূনতম মাত্রা (১০.০ শতাংশ) এর চেয়ে অনেক উর্ধ্বে রয়েছে।

অনুষ্ঠানে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন প্রধান নির্বাহী রিপোর্টটির উপর ইতিবাচক মতামত ব্যক্ত করেন। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের সামগ্রিক আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা ও সক্ষমতার চিত্র নিরূপণে ষষ্ঠবারের মতো বাংলাদেশ ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক এই রিপোর্ট প্রকাশিত হয়।

বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মকর্তাদের মধ্যে সৌজন্য বৈঠক

বিশ্বব্যাংকের নবনিযুক্ত কান্ট্রি ডিরেক্টর কিমিয়াও ফ্যানের নেতৃত্বে আট সদস্যের একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল ১০ আগস্ট ২০১৬ বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে সৌজন্য বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর এস.কে সুর চৌধুরী। এছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাডভাইজার মোঃ আল্লাহ মালিক কাজেমী, প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. বিরূপাক্ষ পাল, সিনিয়র অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ড. ফয়সল আহমেদ, সোনালী ব্যাংকের ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশের সভাপতি ও মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের বাংলাদেশ কার্যালয়ের প্রধান নির্বাহী।

বৈঠকের শুরুতে ডেপুটি গভর্নর এস.কে সুর চৌধুরী বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধি দলকে বাংলাদেশ ব্যাংকে স্বাগত জানান এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশ্বব্যাংকের অবদানের কথা স্মরণ করে ভবিষ্যতে আর্থিক খাতের পাশাপাশি অন্যান্য খাতেও অবদান রাখার উদাত্ত আহবান জানান। ড. বিরূপাক্ষ পাল দেশের সামষ্টিক আর্থিক সূচকসমূহের একটি চিত্র উপস্থাপন করেন। বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর মি. কিমিয়াও তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের সাথে বিশ্বব্যাংকের দীর্ঘ সম্পর্ক ও উন্নয়ন অংশীদারত্বের প্রসঙ্গ তুলে ধরে বিভিন্ন সেক্টরে বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বিশ্বব্যাংকের ভূমিকা এবং অদূর ভবিষ্যতে বিভিন্ন খাতে বিশ্বব্যাংকের সহায়তা প্রদানের সম্ভাব্যতা বর্ণনা করেন।

বৈঠকে ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী বক্তব্য রাখছেন

সভায় স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী তাঁর বক্তব্যে পুঁজি বাজার পুনর্গঠন, স্থানীয় মুদ্রায় দীর্ঘ মেয়াদি অর্থায়ন সুবিধা চালু এবং মুদ্রাপাচার প্রতিরোধ সংক্রান্ত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় আরো নিয়ন্ত্রণ আরোপ ও নজর দেয়ার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। সোনালী ব্যাংকের ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহের আধুনিকায়ন এবং তথ্য প্রযুক্তি উন্নয়ন কার্যক্রমের উপর গৃহীত পদক্ষেপ ও ইতোমধ্যে অর্জিত অগ্রগতি বর্ণনা করেন। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে দেশের শিল্পায়ন, নগরায়ন, প্রযুক্তি ও জনসংখ্যার বিভিন্ন পরিবর্তনের কথা উল্লেখপূর্বক বাংলাদেশ ব্যাংকের সিনিয়র অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ড. ফয়সল আহমেদ এসব খাতে বিশ্বব্যাংকের কার্যকর ও সুচিন্তিত অংশগ্রহণ কামনা করেন। চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাডভাইজার মোঃ আল্লাহ মালিক কাজেমী উৎপাদন খাতে পরিবেশগত ঝুঁকি মোকাবেলা, তথ্য প্রযুক্তি নিরাপত্তা এবং সরকারের বাজেট সহায়তার ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংকের আরো সহায়তা বৃদ্ধির বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। বিশ্বব্যাংকের মুখ্য অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন বৈশ্বিক অর্থনৈতিক গতিধারা ও বাংলাদেশের বহিঃখাত এবং সম্প্রতি ঘটে যাওয়া কিছু বিয়োগান্তক ঘটনার প্রেক্ষিতে ভবিষ্যতে অর্থনীতির উপর সম্ভাব্য প্রভাব মোকাবেলায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংককে আহবান জানান।

বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর মি. কিমিয়াও তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশকে একটি অভিঘাতসহনশীল জাতি হিসেবে উল্লেখপূর্বক খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক ও আর্থিক সূচকে অর্জিত অগ্রগতির প্রশংসা করেন এবং বর্তমানে বাংলাদেশকে বিশ্বব্যাংকের সহযোগী প্রতিষ্ঠান আইডিএ-এর সর্বোচ্চ অর্থায়ন সুবিধা ভোগকারী দেশ হিসেবে উল্লেখ করেন। দেশের আর্থিক খাত উন্নয়নে বিশ্বব্যাংকের বিদ্যমান সহায়তার পাশাপাশি পরিবহন, শিক্ষা, ভৌত অবকাঠামো, যোগাযোগ ব্যবস্থা, জ্বালানি, পুঁজি বাজার উন্নয়ন, আর্থিক সেবা ব্যবহারের সুযোগ বৃদ্ধি প্রভৃতি খাতে বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তা অব্যাহত রাখার বিষয়ে তিনি আগ্রহ প্রকাশ করেন। সভা শেষে ডেপুটি গভর্নর এস.কে সুর বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত উন্নয়ন অংশীদার ও বন্ধু হিসেবে বিশ্বব্যাংকের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

ইন্দোনেশিয়ায় 'সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ সামিট ২০১৬' অনুষ্ঠিত

ইন্দোনেশিয়ার বালিতে ৮-১১ আগস্ট ২০১৬ মেয়াদে অনুষ্ঠিত হয় 'সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ সামিট ২০১৬'। অস্ট্রেলিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই সামিটে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের ২৬টি দেশের ২৪০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর ও বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের প্রধান আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসানের নেতৃত্বে চার সদস্যবিশিষ্ট বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল সামিটে যোগদান করেন। বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের অন্য সদস্যরা হলেনঃ মোঃ শফিকুর রহমান, যুগ্মসচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; মোঃ মাহবুব আলম, পুলিশ সুপার, টাঙ্গাইল জেলা এবং মোঃ মাসুদ রানা, যুগ্মপরিচালক, বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট। ইন্দোনেশিয়ার উপ-রাষ্ট্রপতি য়ুসুফ কালা সামিটের উদ্বোধন করেন।

চারদিন ব্যাপী আয়োজিত সামিটে সাম্প্রতিক সময়ে সন্ত্রাসের ধরন, এর অর্থায়নের নিত্যনতুন পদ্ধতির ব্যবহার এবং তা প্রতিরোধের জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ, সামাজিক উদ্যোগ ও সুশীল সমাজের উদ্যোগের বিষয়ে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা নিজেদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। এছাড়াও সামিটের শেষদিনে সন্ত্রাস এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধের বিষয়ে "Nusa Dua Declaration" নামে ২৬টি দেশের একযোগে কাজ করার দৃঢ় অঙ্গীকার ঘোষণা করা হয়।

বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের প্রধান রাজী হাসান বাংলাদেশে সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ এবং এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের বিষয়ে একটি পেপার উপস্থাপন করেন; যা উপস্থিত ডেলিগেটদের দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়। এছাড়াও তিনি পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অস্ট্রেলিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার এফআইইউ প্রধানদের সাথে দু'টি আলাদা বৈঠক করেন।

ডেপুটি গভর্নরের নেতৃত্বে সামিটে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল

কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা ২০১৬-১৭ ঘোষণা

বাংলাদেশ ব্যাংক ৩১ জুলাই ২০১৬ তারিখে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা ঘোষণা করে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গভর্নর ফজলে কবির এ নীতিমালা ঘোষণা করেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের কনফারেন্স হলে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী ও আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান, সিনিয়র ইকোনোমিক অ্যাডভাইজার ফয়সল আহমেদ, নির্বাহী পরিচালক শুভঙ্কর সাহাসহ অন্য নির্বাহী পরিচালকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগের মহাব্যবস্থাপক প্রভাষ চন্দ্র মল্লিক, বিভিন্ন বিভাগের মহাব্যবস্থাপক ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে গভর্নর ফজলে কবির বলেন, মোট দেশজ উৎপাদনে কৃষি ও পল্লি অর্থনীতি খাতের অবদান প্রায় এক-পঞ্চমাংশ। আর শ্রমজীবী কর্মশক্তির প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানে এ খাতের অবদান ৪৫ শতাংশের মতো। রফতানিতেও কৃষি খাতের ভূমিকা বাড়ছে। ২০১৬ সালের মে মাসে মোট রফতানিতে কৃষিপণ্যের অংশ ছিল ৭ দশমিক ৫১ শতাংশ। তবে গুরুত্বপূর্ণ এ খাতটিতে ব্যাংকিং ও আর্থিক বাজারের ঋণ যোগান রয়েছে সার্বিক ঋণ যোগানের তিন শতাংশেরও নিচে।

কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা ২০১৬-১৭ এর মোড়ক উন্মোচন করেন গভর্নর ফজলে কবির

তিনি বলেন, কৃষি ও পল্লি অর্থনীতিতে পর্যাপ্ত ঋণ ও দক্ষতর পরিবেশবান্ধব উৎপাদন কৌশল ও প্রযুক্তির ব্যবহার প্রসারের মাধ্যমে এর উৎপাদনশীলতায় অগ্রগতি সাধিত হবে। সে লক্ষ্যেই এ খাতে অর্থায়ন বৃদ্ধির দিকে বাংলাদেশ ব্যাংক জোরালো সমর্থন ও তদারকি বজায় রেখেছে। বিগত অর্থবছরের প্রকৃত বিতরণের চেয়ে চলতি অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা কম হওয়ায় সার্বিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ব্যাংকগুলোর জন্য কঠিন হওয়ার কথা নয় উল্লেখ করে তিনি আরো বলেন, লক্ষ্যমাত্রা পরিমাণে শিথিলতা প্রদানের পরও যেসব ব্যাংক তা অর্জনে সক্ষম হবে না অর্থবছর শেষে তাদের লক্ষ্যমাত্রার অনার্জিত অংশ বিনা সুদে বাধ্যতামূলকভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা করতে হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী বলেন, পরিবেশবান্ধব ও টেকসই কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তুলে জনসাধারণের নিরাপত্তা ও পুষ্টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উদ্ভূত সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং কৃষকদের কাছে কৃষি ঋণ সহজলভ্য করার লক্ষ্যে বর্তমান নীতিমালা কর্মসূচিতে বেশকিছু যুগোপযোগী বিষয় সংযোজিত হয়েছে। পূর্বের বিদ্যমান নীতিমালা ও কর্মসূচি এবং নতুন নীতিমালা ও কর্মসূচির মধ্যে সমন্বয়পূর্বক ব্যাংকসমূহ কৃষিঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালিত করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি নিজস্ব সক্ষমতায় তথা নিজস্ব নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে কৃষি ও পল্লি ঋণ বিতরণ করার উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে কৃষি ও পল্লি ঋণ বিতরণে ধীরে ধীরে এমএফআই লিঙ্কেজের উপর নির্ভরশীলতা কমাতে ব্যাংকগুলোর প্রতি আহ্বান জানান।

নির্বাহী পরিচালক শুভঙ্কর সাহা বিগত অর্থবছরে কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা কর্মসূচি সফল ও সার্থক করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানান। এছাড়াও তিনি ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ও পারস্পরিক সহযোগিতায় বার্ষিক কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির বর্তমান ধারাকে বেগবান করতে উপস্থিত সকলের প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে কৃষি ঋণ বিভাগের মহাব্যবস্থাপক প্রভাষ চন্দ্র মল্লিক ২০১৫-১৬ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লি ঋণ বিতরণ পরিস্থিতি এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালার গুরুত্বপূর্ণ ও পরিবর্তিত বিষয়াদি উপস্থাপন করেন।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১৭ হাজার ৫৫০ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লি ঋণের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। তবে এই লক্ষ্যমাত্রা বিগত অর্থবছরের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৭ দশমিক শূন্য এক শতাংশ বেশি। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর জন্য ৯ হাজার ২৯০ কোটি টাকা এবং বেসরকারি ও বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর জন্য ৮ হাজার ২৬০ কোটি কৃষি ও পল্লি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। এবার শস্য ও ফসল চাষের ক্ষেত্রে সিআইবি রিপোর্ট ছাড়াই একজন কৃষক সর্বোচ্চ আড়াই লাখ টাকা ঋণ নিতে পারবেন। আগে এই সীমা ছিল দেড় লাখ টাকা। এছাড়া সরকারি ও বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে নিজস্ব নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে বাধ্যতামূলকভাবে কৃষি ও পল্লি ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার ন্যূনতম ৩০ শতাংশ বিতরণ করতে হবে। তবে নেটওয়ার্ক অপ্রতুলতার কারণে বিদেশি ব্যাংকগুলোর জন্য এই নিয়ম চলতি বছর কার্যকর হবে না।

নীতিমালা অনুযায়ী, এবার এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রমের আওতায়ও ব্যাংকগুলো কৃষি ও পল্লি ঋণ বিতরণ করতে পারবে। এক্ষেত্রে এজেন্টদের কমিশন বা সার্ভিস চার্জ হিসেবে গ্রাহকদের কাছ থেকে নির্ধারিত সুদের অতিরিক্ত দশমিক ৫০ শতাংশ আদায়ের সুযোগ রাখা হয়েছে। আম ও লিচুর পাশাপাশি পেয়ারা উৎপাদনেও সারা বছর ঋণ দেওয়া যাবে। এছাড়া নীতিমালা অনুযায়ী জুলাই থেকে কৃষি ও পল্লি ঋণের নির্ধারিত সুদহারের সর্বোচ্চ সীমা হবে ১০ শতাংশ। আগের নীতিমালায় বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকের ক্ষেত্রে নিজ নিজ ব্যাংকের মোট ঋণ ও অগ্রিমের ন্যূনতম আড়াই শতাংশ কৃষি ও পল্লি ঋণ হিসেবে বিতরণের বিধান ছিল। নতুন নীতিমালায় ব্যাংকগুলোর সক্ষমতা ও শাখা স্বল্পতার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে নিট ঋণ ও অগ্রিমের ২ শতাংশ ধরে নতুন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। আর নতুন নয়টি বেসরকারি ব্যাংকের জন্য আগের মতোই মোট ঋণ ও অগ্রিমের ৫ শতাংশ হার ধরা হয়েছে।

কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা ঘোষণার পর সংবাদ সম্মেলনে ডেপুটি গভর্নর এস.কে. সুর চৌধুরী বলেন, ঋণের গুণগত মান ঠিক রাখতে গত অর্থবছরে যে পরিমাণ ঋণ বিতরণ হয়েছে, চলতি অর্থবছরে তার থেকে কিছুটা কম লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। তবে যেভাবে সফলতা আসছে এ সফলতার ওপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতে লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধি করা হবে।

বন্যাদুর্গত এলাকায় সহায়তার পরামর্শ

বন্যাদুর্গত এলাকায় ত্রাণসামগ্রী বিতরণ ও দুর্গত মানুষকে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে পরামর্শ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচির আওতায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক বন্যাদুর্গত মানুষকে এ সহায়তা দেওয়ার আহ্বান জানায়। ১ আগস্ট ২০১৬ বাংলাদেশ ব্যাংক এ সংক্রান্ত একটি সার্কুলার লেটার জারি করে।

সার্কুলারে বলা হয়, সম্প্রতি দেশের উত্তরাঞ্চলসহ বিভিন্ন জেলায় বন্যার পরিপ্রেক্ষিতে অনেক অঞ্চল প্লাবিত হওয়াসহ ফসল ও গবাদিপশুর ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। পাশাপাশি এসব অঞ্চলের অসহায় মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় করপোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রমের (সিএসআর) আওতায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার অসহায় জনগোষ্ঠীর মাঝে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা ও ত্রাণসামগ্রী বিতরণের জন্য সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে অনুরোধ করা হ'ল।

সাহিত্য ও সংগীত প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

ডেপুটি গভর্নর ও নির্বাহী পরিচালক বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করছেন

বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, ঢাকা আয়োজিত বার্ষিক সাহিত্য ও সংগীত প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ৩ আগস্ট ২০১৬ অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং হলে এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক শুভঙ্কর সাহা। সভাপতিত্ব করেন ব্যাংক ক্লাবের সভাপতি আবু হেনা হুমায়ুন কবীর লনী। ব্যাংক ক্লাবের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক হামিদুল আলম সখার পরিচালনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক মোঃ আরিফুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শাহাদাতবরণকারী হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল শহীদ ও ৩ নভেম্বর কেন্দ্রীয় কারাগারে শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠিত সাহিত্য ও সংগীত প্রতিযোগিতায় মোট ১৪টি ইভেন্টে প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন ইভেন্টে বিজয়ীরা হলেন- পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত ক গ্রুপে -১ম ক্বারী মোঃ ইউনুস আলী আকন্দ, ২য় হাফেজ আব্দুল বারিক ও ৩য় মাওলানা সাদ বিন সরাফত। খ গ্রুপে- ১ম জিএম ছফেদ আলী, ২য় মোঃ রফিকুল ইসলাম ও ৩য় ওএইচএম শাফী। আযানে ১ম ক্বারী মোঃ ইউনুস আলী আকন্দ, ২য় কেএম আবুল কালাম আজাদ ও ৩য় হাফেজ আব্দুল বারিক। উপস্থিত বক্তৃতা বিভাগে ১ম রুবাইয়াৎ সরওয়ার, ২য় জিএম ছফেদ আলী ও ৩য় সুবোধ চন্দ্র ভৌমিক। স্বরচিত কবিতা আবৃত্তিতে ১ম মোঃ সাখাওয়াৎ হোসেন ভূঁইয়া, ২য় মুস্তফা সাদী সাবেরীন তৌহিদ ও মোঃ সাইরুল ইসলাম এবং ৩য় হাসিনা মমতাজ ও মোঃ বাবুল মোল্লা। নির্ধারিত কবিতা আবৃত্তিতে ১ম মোঃ আলাউদ্দিন আলীফ, ২য় হাসিনা মমতাজ ও ৩য় মোঃ সাখাওয়াৎ হোসেন ভূইয়া। উপস্থিত বক্তৃতা (ইংরেজি) বিভাগে ১ম মোঃ বাবুল মোল্লা, ২য় রুবাইয়াৎ সরওয়ার ও ৩য় মোঃ আতিকুর রহমান। একক অভিনয়ে ১ম আব্দুল মান্নান-১০, ২য় মোঃ সাখাওয়াৎ হোসেন ভূইয়া এবং ৩য় মোঃ বাবুল মোল্লা ও মোঃ সাইরুল ইসলাম। নজরুল সংগীতে ১ম তাপস বর্মন, ২য় রুবাইয়াৎ সরওয়ার ও ৩য় অচিন্ত্য দাস। রবীন্দ্র সংগীতে ১ম অচিন্ত্য দাস, ২য় তাপস বর্মন ও ৩য় সঞ্চিতা সাহা। পল্লিগীতিতে ১ম রমেন সূত্রধর ও তাপস বর্মন, ২য় শিউলী দত্ত এবং ৩য় রুবাইয়াৎ সরওয়ার। আধুনিক গানে ১ম মোছাঃ জান্নাতুল ফেরদৌস, ২য় অচিন্ত্য দাস ও ৩য় ধীরেশ চন্দ্র মুখার্জী। ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় ১ম হয়েছেন মোঃ নূর হোসেন ও মোঃ সাইফুল ইসলাম রাজিব, ২য় মোঃ আজাহারুল ইসলাম ও মোঃ আজিম হোসেন এবং ৩য় মোঃ আতিকুর রহমান ও মোঃ সাইফুর রহমান। বিতর্কে ১ম পার্থ কুমার আইচ (দলনেতা), মোঃ আতিকুর রহমান, মোঃ সাইফুর রহমান; ২য় রুবাইয়াৎ সরওয়ার (দলনেতা), নীলুফা ইয়াসমিন চৌধুরী, মোঃ আজহারুল ইসলাম; ৩য় মোঃ মোজাম্মেল হক (দলনেতা), শিমুল কুমার ঘোষ, মোঃ হাসানুজ্জামান। শ্রেষ্ঠ বক্তা নির্বাচিত হন মোঃ মোজাম্মেল হক ও পার্থ কুমার আইচ। আলোকচিত্র প্রতিযোগিতায় সৈয়দ হীমঈয়ান উদ্দিন আহমেদ ১ম, ইসাবা ফারহীন ও সৌমিত্র কুমার বিশ্বাস ২য় এবং মোঃ মাজহারুল ইসলাম ও মোঃ হাসানুজ্জামান ৩য় স্থান লাভ করেন। এ প্রতিযোগিতায় বিশেষ পুরস্কার পান মোঃ মাসুদুর রহমান।

ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ ক্লাবের আলোচনা সভা

বাংলাদেশ ব্যাংক লাইব্রেরির ল্যাংগুয়েজ কর্নারে Talk on English as a Second Language (ESL) and Communication skills শীর্ষক একটি আলোচনা সভা ২৭ জুলাই ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ ক্লাব, বাংলাদেশ ব্যাংক (ELC, BB) আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের সিনিয়র অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ড. ফয়সল আহমেদ এবং প্রধান অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক আবাসিক ম্যাক্রোপ্রুডেনশিয়াল সুপারভিশন উপদেষ্টা গ্লেন টাস্কি উপস্থিত ছিলেন। সভায় ল্যাংগুয়েজ ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও উপমহাব্যবস্থাপক আব্দুল মজিদ চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন। সভাটি পরিচালনা করেন ক্লাবের কার্যকরী পরিষদের যুগ্ম সম্পাদক ও যুগ্মপরিচালক মোঃ নজরুল ইসলাম।

প্রধান অতিথি ও প্রধান আলোচকের সঙ্গে সভায় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তারা

প্রধান আলোচক ড. ফয়সল আহমেদ তাঁর বক্তব্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দৈনন্দিন কাজে ‘যোগাযোগ দক্ষতার’ প্রয়োজনে ইংরেজি ভাষাকে 2nd Language বা দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে চর্চার অভ্যাস গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি ক্লাব আয়োজিত সমসাময়িক বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সভায় ব্যাংক কর্মকর্তাদের Peer Group সৃষ্টির মাধ্যমে ইংরেজি কথোপকথনে অংশ গ্রহণের আবশ্যকতা নিয়েও বক্তব্য রাখেন। প্রধান অতিথি গ্লেন টাস্কি তাঁর বক্তব্যে বলেন, পৃথিবীকে জানা ও সারা বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে সর্বক্ষেত্রে নিজেকে আপডেট রাখতে হলে ইংরেজি ভাষার কোনো বিকল্প নেই। উভয় বক্তাই ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ ক্লাবের উদ্যোগে পরিচালিত English conversation session পরিচালনার এ উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সবশেষে, প্রশ্নোত্তর পর্বে অতিথিরা সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। সভাপতি অনুষ্ঠানের অতিথি ও অংশগ্রহণকারী সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বিবিটিএ'তে সেমিনার অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির প্রশিক্ষণ কতটুকু ফলপ্রসূ ও কর্মক্ষেত্রে তা কতটা সহায়ক ভূমিকা রাখছে, এ বিষয়ে ১৪ আগস্ট ২০১৬ তারিখে বিবিটিএতে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি ও মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দার এবং সেমিনার পেপারের উপর দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন বিবিটিএ'র প্রিন্সিপাল কে এম জামশেদুজ্জামান। মহাব্যবস্থাপক মোস্তাফিজুর রহমান সরদারের সভাপতিত্বে এ সেমিনারে মূল পেপার উপস্থাপন করেন উপমহাব্যবস্থাপক সৈয়দ নূরুল আলম। প্রধান অতিথি ছাড়াও সেমিনার পেপারের উপর আলোচনা করেন মহাব্যবস্থাপক মোঃ আব্দুল হামিদ। সেমিনারে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশ ব্যাংকের উপমহাব্যবস্থাপকগণ আলোচনায় মতামত ব্যক্ত করেন। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, সৈয়দ নূরুল আলম তার গবেষণাপত্রে যে ৩৫টি সুপারিশ করেছেন তার অনেকগুলোই বাস্তবায়নযোগ্য। মহাব্যবস্থাপক মোঃ আব্দুল হামিদ বলেন, এ গবেষণায় উঠে এসেছে বিবিটিএ থেকে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেয়া ১৫০ জন কর্মকর্তার ৪৪% বলেছেন, বিবিটিএ এর প্রশিক্ষণ কর্মক্ষেত্রে খুবই সহায়ক হয়েছে। ৫৬% এর মতে, প্রশিক্ষণ মোটামুটি সহায়ক হয়েছে। এ থেকে ধরে নেয়া যায় বিবিটিএ'র প্রশিক্ষণ ফলপ্রসূ হয়। তিনি আরো বলেন, প্রতিবছর মূল্যায়ন সীটের ভিত্তিতে এ ধরনের প্রতিবেদন উপস্থাপন করা যেতে পারে।

প্রিন্সিপাল কে এম জামশেদুজ্জামান বলেন, গবেষণাপত্রে উল্লেখিত সুপারিশসমূহের মধ্যে বেশ কিছু সুপারিশ আমরা ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন করেছি। যেমন বুনিয়াদি কোর্স আমরা ছয়মাস থেকে কমিয়ে তিনমাসে এনেছি। ক্যান্টিনের মান উন্নত করা হয়েছে। বাকি সুপারিশগুলোও আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। তিনি বলেন, এ গবেষণাকর্মের মধ্য দিয়ে আমরা নিজেরা নিজেদের সমালোচনা করেছি। অন্যের কাছ থেকে সমালোচনা শুনে আমরা শুদ্ধ হতে চেয়েছি।

সভাপতির বক্তব্যে মহাব্যবস্থাপক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, সেমিনারে উপস্থিত উপমহাব্যবস্থাপকরা আগামী দিনে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন। কাজেই এক্ষেত্রে তাদের পরামর্শ ও সুপারিশ বিশেষভাবে প্রয়োজন। সভাপতির ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে সেমিনার সমাপ্ত হয়।

প্রধান অতিথি নির্বাহী পরিচালক মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দার ও অন্যান্য অতিথির সাথে সেমিনারে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাবৃন্দ

বিবিটিএতে আন্তঃক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স ২০১৬ (২য় ব্যাচ) এর আন্তঃক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন ১০ আগস্ট ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। বিবিটিএ প্রাঙ্গণে সপ্তাহব্যাপী আয়োজনের উদ্বোধন করেন একাডেমির প্রিন্সিপাল কে এম জামশেদুজ্জামান। এক্সট্রা কারিকুলামের ডিরেক্টর উপমহাব্যবস্থাপক সৈয়দ নূরুল আলমের সঞ্চালনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিবিটিএর মহাব্যবস্থাপক মোঃ আব্দুল হামিদ, এ. কে. এম মহিউদ্দিন আজাদ, রোকেয়া আক্তার, আশরাফুল আলম, মোস্তাফিজুর রহমান সরদার, উপমহাব্যবস্থাপক এবিএম সাদেকসহ অনুষদ সদস্যবৃন্দ। উদ্বোধনের পরপরই অতিথিবৃন্দ এক সংক্ষিপ্ত প্রীতি টেবিল টেনিসে অংশ নেন। বিবিটিএ'র আন্তঃক্রীড়া প্রতিযোগিতার সার্বিক সমন্বয়ক উপপরিচালক মোঃ আমিরুজ্জামান মিয়া সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে উদ্বোধনী পর্বের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে টেবিল টেনিস ছাড়াও প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ক্যারম, লুডু, দাবা ও ব্রিজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

উল্লেখ্য, প্রশিক্ষণকে অধিকতর অংশগ্রহণমূলক এবং সৃজনশীল করার লক্ষ্যে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণার্থীদের তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি কো-কারিকুলাম কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রতি ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ইনডোর গেমস এবং সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

মাসব্যাপী শোক কর্মসূচির উদ্বোধন

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪১তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ১ আগস্ট ২০১৬ তারিখে বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগে বাংলাদেশ ব্যাংক চত্বরে কালো ব্যাজ ধারণের মাধ্যমে মাসব্যাপী শোক কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য রাখেন বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বাংলাদেশ ব্যাংকের সভাপতি মোঃ নেছার আহাম্মদ ভূঁঞা। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক এবং বঙ্গবন্ধু পরিষদের উপদেষ্টা মোঃ নাছিরুজ্জামান এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু পরিষদের উপদেষ্টা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক মোঃ আওলাদ হোসেন চৌধুরী ও মোঃ আহমদ আলী এবং বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের যুগ্ম-মহাসচিব দেলোয়ার হোসেন খান (রাজীব)। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এইচ. এম. দেলোয়ার হোসাইন। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে কালো ব্যাজ ধারণ করেন।

কালো ব্যাজ ধারণের মাধ্যমে মাসব্যাপী শোক কর্মসূচি আরম্ভ হয়

বগুড়া অফিস

এসএমই উদ্যোক্তা ও ব্যাংকার ম্যাচমেকিং শীর্ষক প্রোগ্রাম

বাংলাদেশ ব্যাংক, বগুড়া অফিসের সহযোগিতায় ও এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ১ জুন ২০১৬ স্থানীয় বেসরকারি ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে একটি ম্যাচমেকিং অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

নির্বাহী পরিচালক (বর্তমানে চট্টগ্রাম অফিস) বিষ্ণু পদ সাহা বক্তব্য রাখছেন

'এসএমই উদ্যোক্তা-ব্যাংকার ম্যাচমেকিং' শীর্ষক এই প্রোগ্রামের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বগুড়া অফিসের নির্বাহী পরিচালক (বর্তমানে চট্টগ্রাম অফিস) বিষ্ণু পদ সাহা। বগুড়া অঞ্চলে উৎপাদনশীল খাতসহ বিবিধ ব্যবসার সাথে জড়িত ব্যাংক ঋণ গ্রহণে ইচ্ছুক ক্ষুদ্র, মাঝারি উদ্যোক্তাদের ব্যাংক হতে ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে এই প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বগুড়া অঞ্চলের বিভিন্ন ব্যবসার সাথে জড়িত এসএমই ঋণ গ্রহণে আগ্রহী প্রায় ৩৫ জন ক্ষুদ্র, মাঝারি উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ব্যাংকের এসএমই প্রধান, শাখা ব্যবস্থাপক ও আঞ্চলিক প্রধানগণ নিজ নিজ ব্যাংকের এসএমই ঋণ কার্যক্রম সম্পর্কে আলোকপাত করেন। এ অনুষ্ঠানে উদ্যোক্তাগণ ব্যাংকারদের সাথে সরাসরি আলোচনা করে ব্যাংক ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার বিষয়ে তাদের মতামত তুলে ধরেন। সভায় অন্যদের মধ্যে বিভিন্ন ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের এসএমই বিভাগের প্রধান এবং প্রতিনিধিগণসহ জেলার বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

সিলেট অফিস

কৃষি ও পল্লি ঋণ এবং এসএমই ঋণ বিষয়ক ত্রৈমাসিক সভা

বাংলাদেশ ব্যাংক, সিলেট অফিসের আওতাধীন চারটি জেলার (সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ) রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক, বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিদেশি ব্যাংকসমূহের আঞ্চলিক প্রধান, বিভাগীয় প্রধান ও শাখা প্রধানদের অংশগ্রহণে ১০ আগস্ট ২০১৬ সিলেট অফিসের সম্মেলনকক্ষে একটি ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সিলেট অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ মোসলেম উদ্দিন। সভাপতি প্রথমেই কৃষি ও পল্লি ঋণের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি সিলেট বিভাগের ব্যাংকগুলোর কৃষি ও পল্লি ঋণের সার্বিক অবস্থা, কৃষি ও পল্লি ঋণ এবং এসএমই ঋণের আদায় ও বিতরণ সংক্রান্ত মতামত প্রদানের জন্য উপস্থিত ব্যাংক কর্মকর্তাগণকে আহবান জানান। এতে অনেকেই সিলেট অঞ্চলে কৃষি ও পল্লি ঋণ এবং এসএমই ঋণের আদায় ও বিতরণে তেমন কোন সমস্যা নেই বলে মতামত প্রকাশ করেন। সভাপতি তাঁর বক্তব্যে বলেন, এদেশের কৃষকেরা আমাদের জাতীয় অর্থনীতিকে টিকিয়ে রেখেছেন, তাঁদের শ্রমে উৎপাদিত ফসলেই দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সমৃদ্ধির পথে; কাজেই কৃষকের প্রতি আমাদের নিবিড় মনোযোগ দিতে হবে। সভাপতি ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে সিলেট বিভাগের ব্যাংকসমূহ কর্তৃক লক্ষ্যমাত্রার ১১৮% অর্জিত হওয়ায় উপস্থিত ব্যাংক প্রতিনিধিদের ধন্যবাদ জানান। তিনি ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের প্রথম থেকেই সময়ানুপাতিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পাশাপাশি ঋণ মনিটরিং ও আদায় কার্যক্রম জোরদার করার দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। সভায় সিলেট অফিসের এসএমই-এসপিডি এবং কৃষি ঋণ বিভাগের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

রাজশাহী অফিস

কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি আয়োজিত 'Detection, Disposal of Forged & Mutilated Notes' শীর্ষক একটি কর্মশালা ১৩-১৪ জুলাই ২০১৬ মেয়াদে বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। বিবিটিএ'র মহাব্যবস্থাপক মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান সরদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজশাহী অফিসের নির্বাহী পরিচালক জিন্নাতুল বাকেয়া প্রধান অতিথি এবং মহাব্যবস্থাপক অসীম কুমার মজুমদার বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ ব্যাংক রাজশাহী অফিস, র‍্যাব, রাজশাহী পুলিশ, বিজিবি এবং বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংকের মোট ৪০ জন কর্মকর্তা কর্মশালাটিতে অংশগ্রহণ করেন।

প্রধান অতিথি ও অন্যান্য অতিথির সাথে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা

ময়মনসিংহ অফিস

ব্যাংক ক্লাবের নতুন কমিটি গঠন

বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, ময়মনসিংহের ২০১৬-১৭ অর্থবছরের নতুন কমিটি ২৪ জুলাই ২০১৬ তারিখে গঠিত হয়। নতুন কমিটির সদস্যরা হলেন -মোঃ মাহবুবউল হক, ডিজিএম- সভাপতি; মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম তালুকদার, ডিজিএম- সহসভাপতি; মোঃ ইদ্রিছ আলী, জেডি- সহসভাপতি; মোঃ ইমাম হাসান, এডি- সাধারণ সম্পাদক; মোঃ আরিফ রব্বানী, জেডি- সহসাধারণ সম্পাদক; মোহাম্মদ মাজহারুল ইসলাম, এডি- সহসাধারণ সম্পাদক; জুয়েল হালদার- এডি, কোষাধ্যক্ষ; মোঃ নাজিম উদ্দিন সরকার, জেডি-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক; মোঃ শহিদুল ইসলাম, এডি- ক্রীড়া সম্পাদক; বিজন কৃষ্ণ সরকার, ডিডি- নাট্য ও বিনোদন সম্পাদক; মোঃ আরিফুল ইসলাম সুমন, ডাটা এন্ট্রি কন্ট্রোল অপারেটর - দপ্তর সম্পাদক; মোঃ এমরুল ইসলাম, এএমই- প্রচার সম্পাদক। এছাড়া কমিটিতে সদস্য পদে রয়েছেন মোঃ কমর উদ্দিন- জেডি, কৃষ্ণমোহন বানার্জী- জেডি, শাহানা সুলতানা- জেডি, মোঃ আনোয়ারুল হক-জেডি এবং মোঃ আবু বকর সিদ্দিক- জেডি।

খুলনা অফিস

খুলনা অফিসে জাতীয় শোক দিবস পালন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের ৪১তম শাহাদৎ বার্ষিকীতে যথাযোগ্য মর্যাদায় খুলনা অফিসে পালিত হয় জাতীয় শোক দিবসের কর্মসূচি। এ উপলক্ষে ১৫ আগস্ট ভোরে অফিস প্রাঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধা মঞ্চে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিতভাবে উত্তোলন করেন নির্বাহী পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) মোঃ রবিউল ইসলাম। পরে সেখানে তাঁরা বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুস্পমাল্য অর্পণ করেন। এসময় অফিসের উপমহাব্যবস্থাপবৃন্দ এবং সিবিএসহ কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের বিভিন্ন সংগঠন, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, বাংলাদেশ ব্যাংক ইউনিট ও মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্ম কমান্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা ইউনিটের প্রতিনিধিবৃন্দও পুস্পমাল্য অর্পণ করে জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এছাড়া সেখানে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ কালো ব্যাজ ধারণ ও সংক্ষিপ্ত দোয়ায় অংশগ্রহণ করেন।

শোক দিবসের আলোচনা সভায় অতিথিবৃন্দ

শোক দিবসের কর্মসূচির অংশ হিসেবে ২১ আগস্ট অফিস মসজিদে আয়োজন করা হয় দিনব্যাপী কোরআন-খানী। একইদিন সন্ধ্যায় খুলনা অফিসের কনফারেন্স রুমে আয়োজন করা হয় 'জাতির জনকের কর্মজীবন' সম্পর্কিত আলোচনা অনুষ্ঠান। এতে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন যথাক্রমে নির্বাহী পরিচালক শেখ আজিজুল হক ও মহাব্যবস্থাপক মোঃ রবিউল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় শোক দিবস-২০১৬ পালন কমিটির আহবায়ক ও উপমহাব্যবস্থাপক বেগম হালিমা। এ সময় মঞ্চে আরও উপবিষ্ট ছিলেন জাতীয় শোক দিবস-২০১৬ পালন কমিটির দুই যুগ্ম আহবায়ক-প্রভাস কুমার দত্ত, উপমহাব্যবস্থাপক ও মোঃ ইসমাইল হোসেন, উপমহাব্যবস্থাপক (ক্যাশ)। এছাড়া অন্যান্য উপমহাব্যবস্থাপক ও অফিসের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথিবৃন্দ ছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এস এম হাসান রেজা (উপমহাব্যবস্থাপক), মোঃ ফিরোজ আলম খান (মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্ম কমান্ড ও বঙ্গবন্ধু পরিষদ), মোঃ সিদ্দিকুর রহমান (মুক্তিযোদ্ধা সংসদ প্রাতিষ্ঠানিক কমান্ড), মোঃ মিজানুর রহমান-৪ (অফিসার্স এসোসিয়েশন, ক্যাশ), মোঃ শরীফ মোড়ল (সভাপতি, সিবিএ আঞ্চলিক কমিটি), মোঃ হুমায়ুন কবীর মোল্যা (সাধারণ সম্পাদক, সিবিএ আঞ্চলিক কমিটি), মোঃ মতিয়ার রহমান (কর্মচারী সংঘ) প্রমুখ। এছাড়া উপমহাব্যবস্থাপক প্রভাস কুমার দত্ত জাতির পিতার সম্মানে একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। পরিশেষে দোয়া মাহফিলের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

যশোরে ব্যাংকার উদ্যোক্তা সমাবেশ

খুলনা অফিসের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড ও সাউথ বাংলা এগ্রিকালচার এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেডের যৌথ আয়োজনে ১৩ আগস্ট ২০১৬ যশোরের স্থানীয় একটি হোটেলে দিনব্যাপী ব্যাংকার-উদ্যোক্তা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

যশোরের সম্ভাবনাময় এসএমই শিল্প কাঠের ববিন এবং লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং উৎপাদন-বিপণনের সাথে জড়িত প্রায় ৭০ জন উদ্যোক্তা, স্থানীয় বণিক সমিতি ও যশোর ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প মালিক সমিতির প্রতিনিধিবৃন্দ, স্থানীয় প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিসহ বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রতিনিধিবৃন্দ এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড, যশোর শাখার ব্যবস্থাপক আবু সাঈদ মোঃ আব্দুল মান্নাফের সভাপতিত্বে এ আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিসের নির্বাহী পরিচালক শেখ আজিজুল হক। বিশেষ অতিথি ছিলেন খুলনা অফিসের মহাব্যবস্থাপক মোঃ রবিউল ইসলাম ও এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক প্রকাশ চন্দ্র বৈরাগী। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন যশোর পৌরসভার প্যানেল মেয়র মোস্তাফিজুর রহমান মুস্তা, ওয়ান ব্যাংক লিমিটেডের এসএমই বিভাগের এসভিপি সাদাত আহমদ খান, সাউথ বাংলা এগ্রিকালচার এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেডের এসএমই বিভাগের এফভিপি মান্নান ব্যাপারি এবং যশোর প্রেসক্লাবের সভাপতি জাহিদ হাসান টুকুন।

অনুষ্ঠানে স্থানীয় এসএমই শিল্প বিকাশের সম্ভাবনার উপরে বিশ্লেষণমূলক একটি উপস্থাপনা করেন খুলনা অফিসের উপপরিচালক মোঃ মাসুম বিল্লাহ। এছাড়া একই অনুষ্ঠানে চারজন নতুন উদ্যোক্তার মাঝে ঋণ বিতরণ করা হয়। কর্মশালায় উদ্যোক্তাগণ ব্যাংকারদের সাথে সরাসরি আলোচনা করে ব্যাংক ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দলিলাদির বিষয়ে ধারণা লাভ করেন।

এফডিআই ও এক্সটারনাল ডেট রিপোর্টিং বিষয়ক কর্মশালা

বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিসের কনফারেন্স রুমে ২৪ থেকে ২৬ জুলাই ২০১৬ 'এফডিআই ও এক্সটারনাল ডেট রিপোর্টিং' বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বাণিজ্যিক ব্যাংকের কর্মকর্তাদের জন্য বিবিটিএর আয়োজনে ও খুলনা অফিসের বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগের ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত এ কর্মশালার উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কর্মশালার কোর্স ডিরেক্টর ও বিবিটিএর মহাব্যবস্থাপক মোঃ আব্দুল হামিদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন খুলনা অফিসের মহাব্যবস্থাপক মোঃ রবিউল ইসলাম। সভাপতিত্ব করেন খুলনা অফিসের বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক নির্মল কুমার সরকার। কর্মশালায় স্থানীয় বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের ৪১জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

অতিথিবৃন্দের সাথে কর্মশালায় অংশগ্রহকারী কর্মকর্তারা

কর্মশালায় বিদেশি বিনিয়োগ ও বিদেশি ঋণ বিষয়ক বিভিন্ন গাইডলাইন, রীতি-নীতি ও রিপোর্টিং পদ্ধতির উপর বিশদ আলোকপাত করা হয়। বিবিটিএর মহাব্যবস্থাপক মোঃ আব্দুল হামিদ, প্রধান কার্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক মৃণাল কান্তি সরকার, বিবিটিএর উপমহাব্যস্থাপক মোঃ রুহুল আমিন, খুলনা অফিসের বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক নির্মল কুমার সরকার এবং প্রধান কার্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের যুগ্মপরিচালক মুহাম্মদ মনসুর আহমেদ কর্মশালায় বিভিন্ন সেশন পরিচালনা করেন।

কর্মশালায় বিবিটিএর পক্ষে সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ রুহুল আমিন। এছাড়া স্থানীয় সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন উপপরিচালক মোঃ হাবিবুর রহমান ও উপপরিচালক এন এ এম সারওয়ারে আখতার।

রূপলাবণ্যে ঘেরা
বিছানাকান্দি

হৃদয় রহমান

পুণ্যভূমি সিলেটকে প্রকৃতি যেন তার উদার হাতে সাজিয়ে দিয়েছে। প্রকৃতি কন্যা জাফলং, প্রাকৃতিক জলপ্রপাত মাধবকুণ্ড, বিশাল পাহাড়ে চা বাগান, সোয়াম্প ফরেস্ট রাতারগুল আর অসাধারণ রূপ-লাবণ্যে ঘেরা সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার বিছানাকান্দি রূপের পসরা সাজিয়ে রেখেছে প্রকৃতিপ্রেমীদের জন্য।

পাহাড় আর সমুদ্র এ দু'টি জিনিস আমাকে প্রচণ্ডরকম টানে। সেই টানেই ঈদের ছুটিতে এবার সিলেট যাওয়ার পরিকল্পনা করলাম। শেষ মুহূর্তে প্ল্যান হওয়ায় হোটেল বুকিংয়ের বিড়ম্বনায় পড়লাম। সৌভাগ্যক্রমে সিলেটে বন্ধুর মামার বাড়ি হওয়ায় এ যাত্রা বেঁচে গেলাম। সিলেটের মানুষ যে কতটা আন্তরিক আমাকে ফোন করে মামা তার প্রমাণ দিলেন। তার ভাষ্যমতে আমরা যদি সিলেট যাই আর তার বাসায় না উঠি তবে যেন আমরা অন্য কোথাও ঘুরতে যাই। এমন ভালোবাসা মিশ্রিত হুমকি শোনার পর আর কিছু বলা যায় না। ঈদের পরদিন রাতে স্ত্রী, শ্যালক ও ভাইসমেত মামাবাড়ির উদ্দেশ্যে সিলেট রওয়ানা দিলাম। সিলেট পৌঁছে প্রথম দিন হযরত শাহজালাল (রঃ) ও হযরত শাহপরাণ (রঃ) মাজার জিয়ারত করলাম। হালকা বৃষ্টি ছিল সেদিন। তাই রাতে মামি খিচুড়ি রান্না করলেন। খিচুড়ি খেতে খেতে মামাকে পরদিন বিছানাকান্দি যাওয়ার প্ল্যান বলার পর মামা একটি রিজার্ভ গাড়ির ব্যবস্থা করে দিলেন আর বললেন,

'বিস্নাখান্দি, যাইবা খান্দি খান্দি'।

জায়গার নাম বিছানাকান্দি, সিলেটে আঞ্চলিক ভাষায় বিস্নাকান্দি। মামার কথাটা তখন ঠিক বুঝতে না পারলেও পরদিন ঠিকই টের পেলাম। আসলে বিছানাকান্দি যাওয়ার রাস্তার অবস্থা খুবই বেহাল। পিচ ঢালা এবড়োথেবড়ো রাস্তা আর রাস্তায় বড় বড় গর্ত। কিছু জায়গায় গাড়ি থেকে নেমে যেতে হ'ল। মামার কথাই সত্যি, গাড়ির ঝাঁকুনিকে সবাই কাহিল হয়ে পড়ল। খারাপ রাস্তা পার হয়েই একদম গ্রামের ভেতরে রাস্তায় ঢুকে পড়লাম। চিকন রাস্তাগুলো আঁকাবাঁকা হয়ে গ্রামের মাঝ দিয়ে গেছে। কিছুদুর যাওয়ার পর দূরে সারি সারি পাহাড় দেখা গেল। আকাশচুম্বী পাহাড় যেন মেঘের সাথে মিশে গেছে। পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট ঝরনা আবছাভাবে দেখা যায়। যতই এগোতে থাকি পাহাড় ততই তার সৌন্দর্য নিয়ে আরো স্পষ্ট হতে থাকে।

চলতে চলতে এক সময় পৌছালাম হাদারপাড় বাজারে। গাড়ি এ পর্যন্তই যেতে পারে। এরপর নৌকা অথবা ইঞ্জিন বোটে করে যেতে হবে বিছানাকান্দি। বাজারে হালকা চা নাস্তা করে দুপুরের খাবার নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম বোট ভাড়া করতে। সিলেটের মানুষ এমনিতে আন্তরিক হলেও পর্যটক দেখলে বোটওয়ালারা দাম বেশি চায়। তাই একটু দর কষাকষি করে নিতে হয়। অবশেষে একটি বোট ভাড়া করলাম বিছানাকান্দিতে যাওয়া আসার জন্য।

বোটে করে বিছানাকান্দি যাওয়ার পুরো পথটা অসম্ভব সুন্দর আর রোমাঞ্চকর। বোট ছাড়ার পর চোখে পড়ে সবুজ পাহাড়ের অসাধারণ সৌন্দর্য! নদীর স্বচ্ছ জলের ওপর ভেসে যেতে যেতে বনানীআবৃত গগনচুম্বী পাহাড় আর শুভ্র শান্ত আকাশের সম্মিলন মনটাকে পুরোপুরি প্রশান্ত করে দিচ্ছিল। পথ যত কমতে থাকে আবছা পাহাড়গুলো রূপের পসরা মেলে ততই স্পষ্ট হতে থাকে। মুগ্ধ চোখে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখছিলাম চারদিক। যেন শিল্পীর আঁকা কোন ছবি। এ নদীর জল এত স্বচ্ছ যে তলদেশের নুড়ি পাথর পর্যন্ত দেখা যায়।

প্রায় আধ ঘণ্টা পর আমরা পৌছে গেলাম স্বপ্নের বিছানাকান্দিতে। আকাশ পাহাড় ও নদীর এ এক অপূর্ব সম্মিলন। দুই দিকের সারি সারি পাহাড় যেন গড়িয়ে গড়িয়ে নেমে গেছে নদীর বুকে। পাহাড়ের বুক চিরে বয়ে চলেছে ঝরনা আর নদীর বুকে স্তরে স্তরে সাজানো নানা রঙের নুড়ি পাথর। দূরপানে তাকালে মনে হবে আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে নরম তুলার মতো ভেসে বেড়াচ্ছে মেঘরাশি। সবুজ পাহাড়, মেঘমালা আর জলধারা যেন মিতালি পাতিয়েছে এখানে।

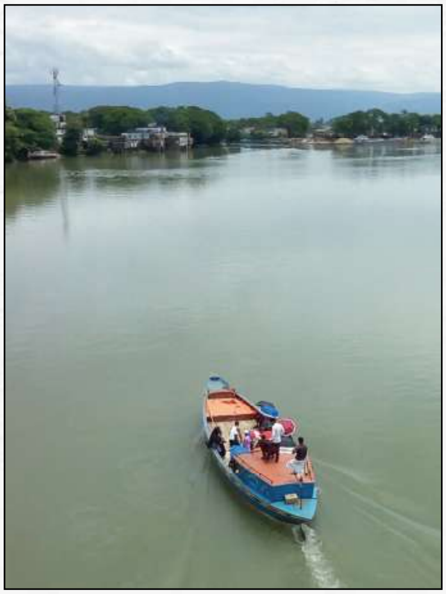

বিছানাকান্দি যাওয়ার পথে

বিছানাকান্দির মূল স্থান

বোট পাড়ে ভিড়ার আগেই আমরা স্বচ্ছ পানিতে নেমে পড়লাম। ঈদের সময় বলে অনেক পর্যটক এসেছে, তবুও ভিড় কম বলে মনে হ'ল।

আমরা কাপড় পাল্টে নেমে গেলাম স্বচ্ছ পানিতে। বিছানাকান্দির স্বচ্ছ পানি কোথাও হাঁটু আবার কোথাও কোমর পর্যন্ত। সেই পানির মৃদু স্রোতে গা ডুবিয়ে বসে অবাক দৃষ্টিতে পাহাড় আর আকাশ দেখছিলাম আর ভাবছিলাম প্রকৃতি বিছানাকান্দিকে সাজাতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেনি। জাফলং এর মতো স্বচ্ছ পানি, পাথর আর পাহাড়ের মিলন, মাধবকুণ্ডের মতো ঝরনা আর কক্সবাজারের মতো জলের ঢেউ, শীতল মিষ্টি পানি। এই সৌন্দর্য ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়, কেবলি অনুভব করা যায়। সত্যিই বিছানাকান্দি যেন এক টুকরো স্বর্গ। স্বচ্ছ পানিতে রং বেরংয়ের পাথর দেখতে খুব সুন্দর। বিছানাকান্দির নদীটি আসলে পাথুরে নদী।

ভারতের মেঘালয় পাহাড় হতে নেমে আসা শীতল পানির স্রোত থরে থরে সাজানো ছোট বড় পাথরের ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে। এখান থেকে ভারতীয় জলপ্রপাত দেখা যায়।

বিছানাকান্দি ভারত এবং বাংলাদেশের বর্ডার এলাকায় অবস্থিত। সেখান থেকে প্রায় ১০০ গজ দূরে থাকা লাল পতাকাগুলোর সারি জানান দেয়-ওপাশেই ভারত। দর্শনার্থীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশের সীমান্ত রক্ষীরা কিছুক্ষণ পর পর বাঁশি বাজিয়ে সতর্ক করে দিচ্ছিলেন এবং জিরো পয়েন্ট থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে বলছিলেন।

আমরা সবাই এত মজা করছিলাম যে দুপুর পার হয়ে কখন বিকেল হয়ে গেছে টেরই পাইনি। প্রায় তিন ঘণ্টা একটানা গোসল করেছি। ঠাণ্ডা পানিতে হাত-পা জমে যাওয়ার মত অবস্থা। তবু পানি থেকে উঠে যেতে মন সায় দিচ্ছিল না।

বিছানাকান্দি থেকে ফেরার পথে বোটেই খাবার খেলাম। ফেরার সময় বার বার পেছনে ফিরে তাকাচ্ছিলাম। ফিরে যেতে ইচ্ছে করছিল না। মেঘালয় পাহাড়ের কোল ঘেঁষে নদীর বুকে আমাদের বোট যখন ফিরতি পথে এগিয়ে চলছিল তখন ঝিরঝির বয়ে যাওয়া জলে চোখ রেখে আমার স্ত্রী নয়ন বললো 'এত সুন্দর জায়গা ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না'। তার কথায় মনটা বিষণ্ণ হয়ে গেল। চারিদিকের নিস্তব্ধতায় শুধু জলের শব্দ। হৃদয়ে বেজে উঠল অতুল প্রসাদের গান-

জল বলে চল
মোর সাথে চল
তোর আঁখি জল
হবে না বিফল, কখনও....

ইট কাঠের খাঁচার নগরী থেকে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নিতে বিছানাকান্দির মতো প্রাকৃতিক পরিবেশে ভ্রমণ করে ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করে আসা যায় নিমিষেই।

কীভাবে যাবেন ?

সিলেট শহরের আম্বরখানা পয়েন্ট থেকে সিএনজি/লেগুনা পাওয়া যায়। গোয়াইনঘাট হয়ে হাদারপাড় বাজার পর্যন্ত যাবে। আসার সময় গাড়ি/সিএনজি পাওয়া মুশকিল তাই সারাদিনের জন্য রিজার্ভ করে নেয়া ভালো। ভাড়া ১৫০০ থেকে ২০০০ টাকা। এই রুটে কোন বাস সার্ভিস নেই। তারপর হাদারপাড় বাজার থেকে ইঞ্জিন বোট অথবা নৌকা দিয়ে বিছানাকান্দি। সময় লাগবে ২০ থেকে ৩০ মিনিট, সেই তুলনায় ভাড়া বেশি। ছোট বড় নৌকাভেদে ভাড়া ওঠানামা করে। তবে মাঝির সাথে দরদাম করতে হবে। মাঝারি বোটের ভাড়া ১০০০ থেকে ১২০০। মাঝি আপনাকে নামিয়ে দিয়ে আসবে আবার আসার সময় নিয়েও আসবে।

কোথায় থাকবেন ?

বিছানাকান্দিতে থাকার মতো কোন হোটেল নেই। রাতে থাকার জন্য আপনাকে শহরে ফিরে আসতে হবে। সিলেট শহরে অনেকভালো মানের হোটেল আছে। দরগাগেটে কয়েকটি ভালো হোটেল পাবেন।

কী খাবেন ?

বিছানাকান্দিতে খাওয়ার মতো কোন রেস্টুরেন্ট বা হোটেল নেই। খুচরো কয়েকটি দোকান বসে যা সন্ধ্যের আগে বন্ধ হয়ে যায়। যাওয়ার সময় হাদারপাড় বাজার থেকে খাবার কিনে নিতে পারেন। বোট অথবা নৌকায় বসে খেতে পারবেন। তবে খাবারের উচ্ছিষ্ট অংশ বা প্যাকেট যেখানে সেখানে ফেলা থেকে সতর্ক থাকবেন।

টিপস-

বর্ষায় বিছানাকান্দি তার পূর্ণরূপ ধারণ করে। তাই বর্ষায় গেলে প্রকৃতির সৌন্দর্য আরো ভালোমত দেখতে পাবেন। সকাল সকাল রওনা দিলে ভালো, ঘুরে দেখার পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যাবে। নদীর পাথর কিছু জায়গায় পিচ্ছিল, সাবধানে হাঁটতে হবে। বিছানাকান্দির কিছু জায়গা গভীর, ঐ অংশে স্রোত বেশি তাই সাঁতার না জানলে সেখানে যাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। বিছনাকান্দি যেহেতু জিরো পয়েন্টে অবস্থিত তাই ভ্রমণকারীদের বর্ডারের আশেপাশে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। সময় থাকলে পাংথুমাই থেকেও ঘুরে আসতে পারেন। বিছানাকান্দির পাশে অবস্থিত এই স্পটটিও সুন্দর। এখানে একটি জলপ্রপাত রয়েছে। পানিতে কোন ময়লা আবর্জনা ফেলা থেকে বিরত থাকুন। এর সৌন্দর্য রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদেরই।

■ *লেখক : ক.গ্রাফিক্স.অপা., ডিসিপি, প্র.কা.*

নিবন্ধ

বাংলাদেশের এসএমই ঋণ বিতরণ

এসএম মোহসীন হোসেন

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরিপ ২০১৩ সালের হিসাবানুযায়ী বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের ৯৯.৯৩ শতাংশ এসএমই খাতের অন্তর্ভুক্ত এবং এ খাত মোট দেশজ উৎপাদনে প্রায় ২৫ শতাংশ, মোট কর্মসংস্থানে প্রায় ৪০ শতাংশ এবং শিল্পে কর্মসংস্থানে প্রায় ৮০ শতাংশ অবদান রাখছে। এসএমই খাতটি শ্রমঘন এবং এর উৎপাদন সময়কাল স্বল্প হওয়ায় জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে দ্রুত অবদান রাখতে সক্ষম। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (এমডিজি) বিশেষ করে চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নির্মূলে এবং নারী পুরুষের অর্থনৈতিক সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নে এ খাত ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে। আমাদের প্রতিবেশী দেশসমূহ তাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, আয় বৈষম্য কমিয়ে আনা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন প্রভৃতি লক্ষ্য অর্জনের হাতিয়ার হিসেবে এসএমই খাতকে বেছে নিয়েছে। আমাদের বর্তমান গণমুখী সরকার দিন বদলের অর্থনৈতিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য শিল্পায়নের চালিকাশক্তি হিসেবে এসএমই খাতের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। শাব্দিক অর্থে এসএমই বলতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজকে বোঝালেও ইতোমধ্যে এর কলেবর সম্প্রসারণ করে কুটির ও মাইক্রো এন্টারপ্রাইজকে এসএমই'র আওতাভুক্ত করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্রোতধারা গ্রামেগঞ্জে প্রান্তিক পর্যায়ে পৌঁছে দেয়া হচ্ছে। তাইতো বলা হয়ে থাকে:

এসএমইতে অর্থায়ন
গ্রামে গঞ্জের উন্নয়ন

স্বল্প পুঁজির মাধ্যমে এসএমই'র বিকাশ আমাদের জনগোষ্ঠীকে পরিণত করতে পারে উৎপাদনের হাতিয়ার হিসেবে। ২০২১ সালের মধ্যেই বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক 'রূপকল্প ২০২১' গ্রহণ এবং এর আওতায় দেশে একটি শক্তিশালী শিল্প খাত গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ব্যাংকও এসএমই খাতকে বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। সরকারের অনুসৃত নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে দেশে দ্রুত শিল্পায়নের লক্ষ্যে এসএমই খাতকে অগ্রাধিকার প্রদান করে বাংলাদেশ ব্যাংক বহুমুখী নতুন নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করে আসছে। যার ফলে বৈশ্বিক মন্দা সত্ত্বেও আমাদের জাতীয় অর্থনীতি টেকসই হচ্ছে এবং জাতীয় উৎপাদন ৬.৫ শতাংশের অধিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলাদেশে এসএমই খাতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে এবং এসএমই ঋণ ব্যবস্থাপনা ও এখাতে বিশেষ উদ্যোগ বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনার নিমিত্তে বাংলাদেশ ব্যাংকে বিগত ৩১ ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখে এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ (এসএমইএসপিডি) নামে একটি নতুন বিভাগ খোলা হয়। এসএমই ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু তদারকির আওতায় আনা; প্রান্তিক, ক্ষুদ্র ও নারী উদ্যোক্তাদের প্রাতিষ্ঠানিক অর্থায়ন ব্যবস্থায় প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধি করাসহ শহর ও গ্রামাঞ্চলের উদ্যোক্তা শ্রেণির আর্থিক সেবায় অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ বিভাগ ২০১০ সালে সর্বপ্রথম সকল ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য পরিপালনীয় 'এসএমই ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি' জারি করেছে। উক্ত ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচির অন্যতম দিক হচ্ছে পঞ্জিকাবর্ষ ভিত্তিক স্বনির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ভিত্তিক ঋণ বিতরণ কর্মসূচি চালু করা, ক্লাস্টার ভিত্তিক অর্থায়ন বেগবান করা, শিল্প, সেবা, ক্ষুদ্র ও নারী উদ্যোক্তা খাতে ঋণ বিতরণকে প্রাধান্য দেয়া। বাংলাদেশ ব্যাংক ত্রিস্তর বিশিষ্ট মনিটরিং কার্যক্রমের মাধ্যমে ঘোষিত ঋণ নীতিমালা এবং লক্ষ্যমাত্রা ভিত্তিক ঋণ বিতরণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ করে। বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত এ কৌশল ও পদক্ষেপের ফলে এসএমই খাতে অর্থায়নে বিশেষ সাফল্য এসেছে।

চিত্র-১: লক্ষ্যমাত্রা ভিত্তিক অর্থায়ন (২০১০-২০১৬)

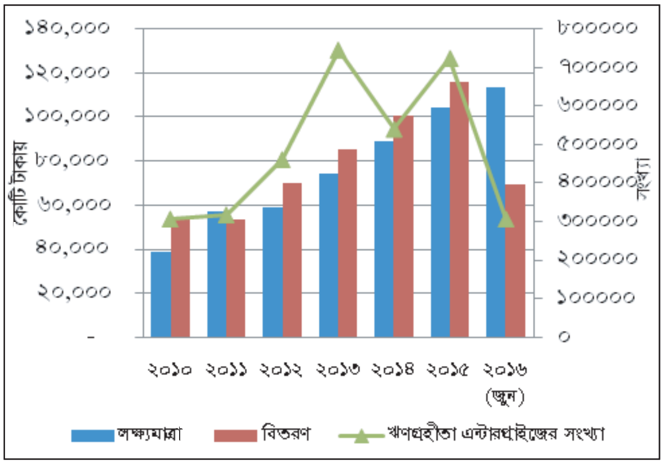

২০১০ সালে যেখানে এসএমই খাতে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩৮,৮৫৮ কোটি টাকা; মাত্র পাঁচ বছরের ব্যবধানে ২০১৬ সালে তা ১,১৩,৫০৩ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০১৪ সালে অ্যালায়েন্স ফর ফিন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন (আফি) বাংলাদেশ ব্যাংকের লক্ষ্যমাত্রা ভিত্তিক এসএমই খাতে অর্থায়ন কার্যক্রমকে 'আন্তর্জাতিক বেস্ট প্র্যাকটিস' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

ঋণ বিতরণের পরিমাণ বৃদ্ধির পাশাপাশি ঋণগ্রহীতা এসএমই প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১০ সালে যেখানে ৩,০৮,২৩৬টি এসএমই উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান ঋণ পেয়েছিল, ২০১৬ সালের প্রথম ছয় মাসেই সেখানে ৩,০৮,৫৬৫টি প্রতিষ্ঠান ঋণ গ্রহণ করেছে।

২০১৬ সালের জানুয়ারি-জুন পর্যন্ত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এসএমই খাতে ৬৯,৬২৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে, যা বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রার ৬১ শতাংশ। অর্থাৎ, ২০১৬ সালের লক্ষ্যমাত্রা সহজেই অর্জিত হবে মর্মে প্রত্যাশা করা যায় (চিত্র-১)।

২০১৫ সালের জানুয়ারি-জুন সময়ের তুলনায় ২০১৬ সালের একই সময়ে এসএমই খাতে ঋণ বিতরণের পরিমাণ ২৩.৫১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

একইভাবে, ২০১৬ সালের প্রথম প্রান্তিকের তুলনায় দ্বিতীয় প্রান্তিকে এসএমই খাতে ঋণ বিতরণ ১৪.১১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। চিত্র-২ এ ২০১০ হতে ২০১৬ পর্যন্ত প্রথম অর্ধবার্ষিকে এসএমই খাতে ঋণ বিতরণের পরিমাণ প্রদর্শিত হ'ল। চিত্র-২ হতে এটি স্পষ্ট যে, সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এসএমই খাতকে ব্যবসায়ের একটি স্ট্র্যাটেজিক টার্গেট হিসেবে নির্ধারণ করায় এসএমই খাতে ঋণ বিতরণে গতিশীলতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

চিত্র-২: এসএমই খাতে ঋণ বিতরণের গতিচিত্র

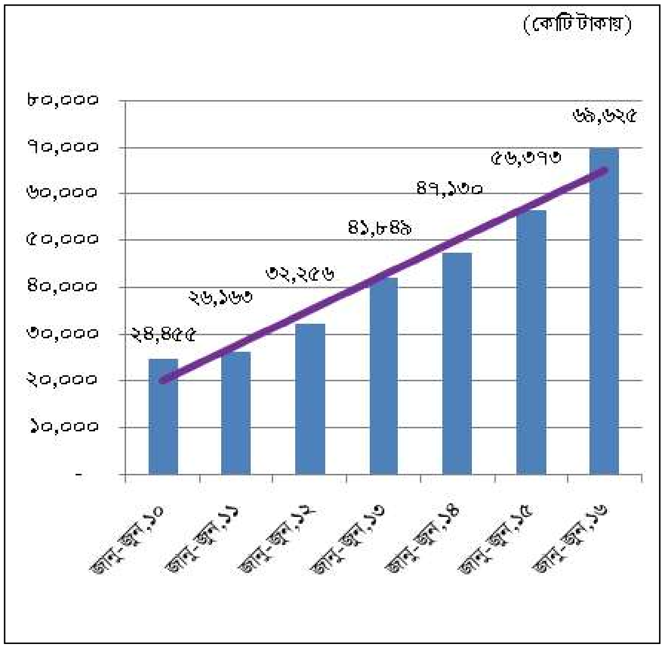

বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই কার্যক্রমের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে নারীদের অর্থনৈতিক মূলধারায় সম্পৃক্ত করতে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে বিশেষ নজর দেয়া। এসএমই নারী উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক এসএমই ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে তাদের অগ্রাধিকার দিয়ে বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে-

- এসএমই নারী উদ্যোক্তাদের সেবা নিশ্চিত করতে প্রতিটি ব্যাংক শাখায় নারী উদ্যোক্তা ডেডিকেটেড ডেস্ক স্থাপন;
- এসএমই খাতের পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের ১৫ শতাংশ অর্থ কেবলমাত্র নারী উদ্যোক্তাদের জন্যে বরাদ্দ রাখা এবং এর আওতায় সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ সুদহারে নারী উদ্যোক্তাগণকে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা;
- শুধুমাত্র ব্যক্তিগত গ্যারান্টিকে জামানত হিসেবে বিবেচনা করে ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করা;
- গ্রুপভিত্তিক ৫০ হাজার টাকা ও তদূর্ধ্ব অঙ্কের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণের নীতিমালা জারি করা ।

তাছাড়া, সাম্প্রতিক সময়ে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নকে নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ও অন্যান্য অফিসে 'নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ইউনিট' চালু করা হয়েছে। ২০১৫ সালে সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শাখা কর্তৃক প্রতি বছর অন্তত তিনজন সম্ভাব্য নতুন নারী উদ্যোক্তা খুঁজে বের করে তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও সহযোগিতা প্রদান করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি তাদের মধ্য হতে অন্তত একজন নারী উদ্যোক্তাকে আর্থিক সেবার আওতায় আনার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। ফলে, নতুন নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং এসএমই নারী উদ্যোক্তা অর্থায়নে গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০১৬ সালের প্রথম ছয়মাসে ১৯,৭৬৭টি নারী উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে ৩০৮২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে, যা ২০১৫ সালের প্রথম ছয়মাসের তুলনায় প্রায় ৭০ শতাংশ বেশি। ২০১০ সালে যেখানে ১৩,২৩৩টি এসএমই নারী উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান ১৮০৫ কোটি টাকা ঋণ পেয়েছিল, ২০১৫ সালে সেখানে ১৮৮,২৩৩টি নারী এসএমই উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ৪২২৭ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

চিত্র-৩ : নারী উদ্যোক্তা খাতে ঋণ বিতরণ

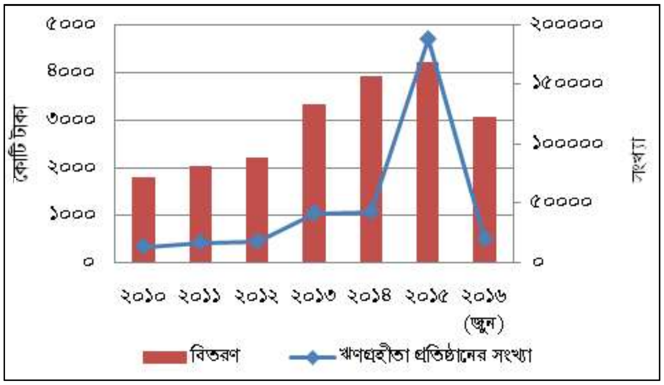

এসএমই খাতের উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যক্রম শুধুমাত্র নীতিমালা ও গাইডলাইনস্ প্রণয়ন এবং তদারকির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিয়মিত এসএমই ঋণ বিতরণের পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংকও পুনঃঅর্থায়ন/পূর্বঅর্থায়ন সুবিধার আওতায় এসএমই খাতে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি তহবিল সরবরাহ করে আসছে। উল্লেখ করা যায় যে, বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল 'বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল' এবং এর ১৫% শুধুমাত্র নারীদের জন্য বরাদ্দ রেখে পৃথক 'বাংলাদেশ ব্যাংক নারী উদ্যোক্তা তহবিল' গঠন করা হয়েছে। এ তহবিল হতে ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তারা স্বল্পসুদে (ব্যাংক রেট +৫%) ঋণ গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছেন। ২০১২ সালে দি অর্গানাইজেশন অব ইকোনমিক কো-অপারেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট (ওইসিডি) প্রকাশিত "ওমেন ইন বিজনেস্" প্রতিবেদনে এটিকে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নের আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম পন্থা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের পাশাপাশি বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাও (এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, জাইকা, বিশ্বব্যাংক-আইডিএ) আমাদের কার্যক্রমের প্রতি আস্থা রেখে সরকারকে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে এসএমই খাতের উন্নয়নে এগিয়ে এসেছে। উক্ত দু'টি পুনঃঅর্থায়ন তহবিলসহ এখাতের বিদ্যমান আরো ছয়টি পুনঃঅর্থায়ন/পূর্বঅর্থায়ন তহবিলের মাধ্যমে এ পর্যন্ত প্রায় ৫২ হাজার উদ্যোক্তাকে ৫,৭৪৩ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন/পূর্বঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। শুধু বিগত ছয়মাসে ১২৫৩টি প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে ৩৬৫ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন/পূর্বঅর্থায়ন প্রদান করা হয়েছে। এ পুনঃঅর্থায়ন/পূর্বঅর্থায়ন সুবিধা ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে এসএমই খাতে অর্থায়ন কার্যক্রমে অধিকতর সক্ষম ও আগ্রহী করে তুলেছে; পাশাপাশি উদ্যোক্তাগণ কর্তৃক সহজশর্তে সুবিধাজনক সুদহারে তহবিল পাওয়ার ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে এবং তাদের অধিক হারে এখাতে সম্পৃক্ত করছে যা আমাদের মতো দেশের উন্নয়নের জন্য খুবই উপযোগী।

অর্থায়ন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংক নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণের উপরও বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, এসএমই ফাউন্ডেশন, চেম্বার (ডিসিসিআই), আন্তর্জাতিক সংস্থা (আইএফসি, জাইকা, সিরডাপ, কেয়ার), আইডিইবি, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, সেমিনার, ওয়ার্কশপ আয়োজনের মাধ্যমে এসএমই খাতের উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে এগিয়ে নেয়া হচ্ছে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত "স্কিল ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (এসইআইপি)" এর আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ আটটি প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মোট ১০,২০০জন বেকার যুবক ও যুব মহিলাকে কর্মমুখী প্রশিক্ষণ প্রদান করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। জুন ২০১৬ পর্যন্ত ৭১৬ জন প্রশিক্ষণার্থী সফলভাবে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করেছে এবং ইতোমধ্যে ২৭৩ জন প্রশিক্ষণার্থীকে বিভিন্ন এসএমই উদ্যোগে চাকরিতে নিয়োজিত করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে যে, অন্যান্য প্রশিক্ষণার্থীরা অচিরেই চাকরিতে নিয়োজিত হবে কিংবা আত্ম-কর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজস্ব ব্যবসা শুরু করবে। ফলে আগামী দিনে এসএমই খাতে ঋণের প্রবাহ আরো গতিশীলতা পাবে, যা বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন সহজতর করবে মর্মে আশা করা যায়।

■ *লেখক : ডিজিএম, এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ, প্র.কা.*

এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম :

প্রেক্ষাপট, বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

ইন্দ্রাণী হক

সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বব্যাপী ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন বা আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ একটি সুপরিচিত ধারণা। মূলত আর্থিক সেবা দিতে পারে এমন প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে আর্থিক সেবাবঞ্চিত বা সেবাপ্রত্যাশী জনগোষ্ঠীর কাছে এ সেবা পৌছানোর কৌশলগত প্রক্রিয়াকে ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন বলা হয়ে থাকে। বিগত কয়েক বছর যাবৎ বাংলাদেশ ব্যাংক সমাজের এই শ্রেণি ও পেশার জনসাধারণের জন্য আর্থিক সেবা নিশ্চিতকরণে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিশেষ সুবিধাযুক্ত হিসাব (No Frill Account) প্রচলন, মোবাইল ব্যাংকিং সেবা প্রবর্তন, কৃষি ও এসএমই খাতসহ স্বল্প ও মধ্যম আয়ের পেশাজীবী/ব্যবসায়ীদের জন্য সহজ শর্তে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানে ব্যাংকগুলোকে উদ্বুদ্ধকরণ, এ সকল খাতে ঋণের যোগান নিশ্চিতকরণে বিভিন্ন ধরনের পুনঃঅর্থায়ন স্কিম চালুকরণ এর অন্তর্ভুক্ত।

ব্যাংকিং সেবা পেতে হলে একজন ব্যক্তিকে ব্যাংকের একটি নির্দিষ্ট শাখায় যেতে হয়। কিন্তু বাংলাদেশে এখনও অনেক প্রত্যন্ত অঞ্চল রয়েছে যেখানে ব্যাংকের শাখা নেই বা নিকটবর্তী শাখা বহুদূরে। গ্রামাঞ্চলে শাখা খোলার হার সমুন্নত রাখার জন্য ২০১২ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক সকল ব্যাংককে তার মোট অনুমোদনপ্রাপ্ত শাখা সংখ্যার অন্যূন ৫০ শতাংশ পল্লি শাখা খোলার নির্দেশনা প্রদান করে। তা সত্ত্বেও প্রায়শই পরিলক্ষিত হয় যে, লাভজনক নয় বলে দেশে কার্যরত ব্যাংকগুলো প্রত্যন্ত অঞ্চলে শাখা স্থাপনে আগ্রহী হয়ে ওঠে না। তাই এ সমস্যার সমাধানকল্পে বিভিন্ন দেশের উদাহরণ পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ করে ২০১৩ সালের ৯ ডিসেম্বর এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তনে একটি গাইডলাইনস জারি করা হয়। সমাজের ব্যাংকিং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সুবিধাজনক স্থানে ও সাধ্যের মধ্যে সহজ উপায়ে পূর্ণসেবা প্রদানই এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের মূল উদ্দেশ্য। শুরুর দিকে এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম শুধুমাত্র পল্লি এলাকায় অর্থাৎ মেট্রোপলিটন/সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা এলাকার বাইরে পরিচালনার বিষয়টি নির্ধারিত ছিল। তবে পরবর্তী সময়ে পর্যালোচনাপূর্বক দেখা যায় যে, এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে শহরাঞ্চলের বর্তমান গ্রাহকদেরও হাতের নাগালে ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা যায়। এর ফলে শহরেও অনেক নতুন গ্রাহক সৃষ্টি হয়, যারা ইতিপূর্বে ব্যাংকিং সেবা গ্রহণ করেনি বা একেবারেই সীমিত আকারে গ্রহণ করেছে। এ বিবেচনায় ৬ জুন ২০১৫ তারিখে নীতিমালায় পরিবর্তন এনে এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম শহর ও পল্লি উভয় এলাকায় পরিচালনার বিষয়টি নির্ধারিত হয়। তবে পল্লি এলাকার জন্য অধিকতর ব্যাংকিং সেবা নিশ্চিতকরণে পল্লি ও শহর এলাকার অনুপাত ২ঃ১ করা হয়। এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে অধিকতর গতিশীল এবং কার্যকর করার লক্ষ্যে অনুমোদন গ্রহণ এবং কার্যপদ্ধতি স্পষ্ট করে ৩ জুন ২০১৪ তারিখে একটি গাইডেন্স নোটও জারি করা হয়েছে।

এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রমের অনুমোদন গ্রহণ প্রক্রিয়া

আগ্রহী ব্যাংককে এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের অনুমোদনের জন্য গাইডলাইনস অনুসরণ করে সংশ্লিষ্ট দলিলাদিসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের 'ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগে' আবেদন করতে হয়। ব্যাংকটিকে লাইসেন্স প্রাপ্তির পর তিন মাসের মধ্যে কার্যক্রম শুরু করতে হবে। এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেটে ব্যাংকিং সেবা প্রদানসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য ব্যাংক যথাযথ নিয়মাদি মেনে এজেন্ট নিয়োগ করে থাকে। ব্যাংকের নির্বাচিত এজেন্ট সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখায় একটি চলতি হিসাব পরিচালনা বা শাখা হতে ক্রেডিট ফ্যাসিলিটি গ্রহণ করে খুব সহজেই এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে। একজন এজেন্ট তার অধীনে এক বা একাধিক সাব এজেন্ট নিয়োগ করতে পারবে।

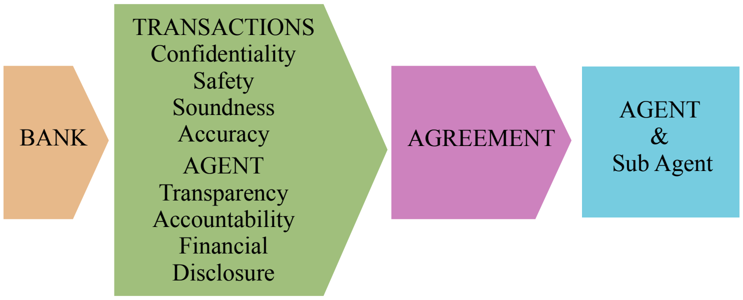

এজেন্টের যোগ্যতা/কারা এজেন্ট হতে পারবেন ?

- এমআরএ কর্তৃক নিবন্ধিত যে কোন এনজিও, এমএফআই;
- একমালিকানা কারবারি প্রতিষ্ঠান;
- অন্যান্য নিবন্ধিত এনজিও;
- অংশীদারী ব্যবসায়ী;
- সমবায় সমিতি আইন ২০০১ দ্বারা পরিচালিত সমবায় সমিতি;
- মোবাইল নেটওয়ার্ক কোম্পানির এজেন্টগণ;
- ডাকঘর;
- ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রসমূহ;
- ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের নিবন্ধিত কুরিয়ার ও মেইলিং সার্ভিস কোম্পানি;
- অনার্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত বাংলাদেশ কোম্পানি আইন ১৯৯৪ দ্বারা নিবন্ধিত কোম্পানিসমূহ;
- শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ যারা তথ্য ও প্রযুক্তিনির্ভর আর্থিক ব্যবসা পরিচালনায় সক্ষম;
- বীমা কোম্পানির এজেন্ট, ফার্মেসি, চেইন গ্রোসারি শপ, গ্যাস ও পেট্রোল পাম্পের মালিক;

এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে প্রদেয় সেবাসমূহ

- হিসাব খোলার ফরম, ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ডের ফরম ও অন্যান্য রশিদের কপি সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ;
- নগদ অর্থ জমা ও নগদ অর্থ গ্রহণ ;
- ইউটিলিটি বিল গ্রহণ;
- বৈদেশিক রেমিট্যান্সের অর্থ প্রদান;
- ফান্ড ট্রান্সফার
- বেতন, অবসর ভাতা, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় প্রদেয় ভাতা ও অন্যান্য ভাতা প্রদান;
- সীমিত আকারের ঋণের অর্থ বিতরণ এবং ঋণের অর্থ ফেরত গ্রহণ;
- ব্যালেন্স অনুসন্ধান;
- ক্লিয়ারিংয়ের চেক গ্রহণ;
- বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত অন্যান্য সেবা;

এজেন্ট যা করতে পারবে না

- সরাসরি হিসাব খোলা বা ক্রেডিট/ডেবিট কার্ড ইস্যু করার বিষয়ে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান;
- চেক নগদায়ন;

- লোন অথবা ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাপ্রাইজাল ডিল করা;
- ফরেন কারেন্সি ডিল করা;
- এছাড়া, এজেন্টের ব্যাংকিং পরিপন্থী যে কোন অনুচিত কার্যক্রমের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংক দায়ী থাকবে। সেজন্য এজেন্ট সিলেকশনের পূর্বে ব্যাংক তার এজেন্টের যোগ্যতা, সততা, জবাবদিহিতা ও অন্যান্য বিষয় নিশ্চিত করে এজেন্ট নিয়োগ করবে।

এজেন্ট ব্যাংকিং পদ্ধতির আওতায় অর্থ জমাদান ও উত্তোলন

মাত্র ১০০/- টাকা মাসিক জমাদানের মাধ্যমে খোলা ডিপোজিট স্কিম ও এফডিআর, প্রেরিত রেমিট্যান্সের উপর বিশেষ বোনাস এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এখনও আমরা ব্যাংক বলতে সুসজ্জিত একটি স্থানকেই বুঝে থাকি। সেখানে ২০১৩ সালে সম্পূর্ণ নতুন একটি ধারণাকে বাস্তবে রূপ দিয়ে দেশের সাধারণ মানুষকে ব্যাংকিং সেবার আওতাভুক্ত করার লক্ষ্যে এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু করা হয়। শাখা স্থাপনের চাইতে অনেক কম খরচে এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের একটি আউটলেট চালু করা যায়। এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি ব্যাংক প্রত্যন্ত অঞ্চলে আর্থিক সেবা প্রদান করতে পারছে। এর

অর্থ জমাদান	অর্থ উত্তোলন
• গ্রাহক নির্দিষ্ট এজেন্ট লোকেশনে গিয়ে অর্থের পরিমাণ উল্লেখ করে তা জমাদানের জন্য নির্দিষ্ট ফরম পূরণ করবেন। • এজেন্ট গ্রাহকের অর্থ গ্রহণ করে সিস্টেমে ইনপুট দিবেন এবং লেনদেনটি করার জন্য এজেন্ট উক্ত গ্রাহকের কার্ড ও ফিঙ্গার প্রিন্ট ইলেকট্রনিক মেশিনে প্রদান করবেন। • গ্রাহকের হিসাবে অর্থ জমা হওয়ার সাথে সাথেই গ্রাহক তার জমাকৃত অর্থের পরিমাণ ও বর্তমান ব্যালেন্স আপডেট মোবাইল এসএমএস নোটিফিকেশনের মাধ্যমে জানতে পারবেন। • এছাড়া, এজেন্ট গ্রাহককে জমাকৃত টাকার রশিদ (সিস্টেম প্রদত্ত) প্রদান করবেন এবং ক্যাশ রেজিস্টারেও যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করবেন।	• গ্রাহক তার হিসাব হতে টাকা উত্তোলনের জন্য নির্দিষ্ট ফরম পূরণ করবেন। • এজেন্ট উত্তোলিত অর্থের পরিমাণ সিস্টেমে ইনপুট দিবেন এবং গ্রাহক তার কার্ড ও ফিঙ্গার প্রিন্ট ইলেকট্রনিক মেশিনে প্রদান করবেন। সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে গ্রাহকের হিসাব নম্বরে উত্তোলনযোগ্য সমপরিমাণ অর্থ আছে কিনা তা যাচাই করবে। • প্রয়োজনীয় অর্থ থাকলে, লেনদেনটি সম্পন্ন করার জন্য এজেন্ট তার ফিঙ্গার প্রিন্ট ইলেকট্রনিক মেশিনে প্রদান করবেন। এজেন্টের ফিঙ্গার প্রিন্ট সঠিক হলে গ্রাহকের হিসাব থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ স্বয়ংক্রিয়ভাবে এজেন্টের হিসাবে ক্রেডিট বা ট্রান্সফার হবে। • গ্রাহকের হিসাব হতে অর্থ উত্তোলনের সাথে সাথেই গ্রাহক তার উত্তোলিত অর্থের পরিমাণ ও বর্তমান ব্যালেন্সের আপডেট মোবাইল এসএমএস নোটিফিকেশনের মাধ্যমে জানতে পারবেন। • এজেন্ট গ্রাহককে নগদ অর্থ ও সিস্টেম প্রদত্ত রশিদ প্রদান করবেন।

এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেটে অর্থ জমাদান করছেন একজন গ্রাহক

এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেটে ফিঙ্গারপ্রিন্ট যাচাইয়ের মাধ্যমে একজন গ্রাহক অর্থ উত্তোলন করছেন

এজেন্ট পয়েন্টে লেনদেনের সীমা

এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেটে একজন গ্রাহক দিনে সর্বোচ্চ ০২ (দুই) টি লেনদেন (জমা ও উত্তোলন) করতে পারবেন। প্রতি লেনদেনে সর্বোচ্চ পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত উত্তোলন করা সম্ভব। গ্রাহকের হিসাবে অন্তর্মুখী রেমিট্যান্স আসার ক্ষেত্রে অর্থের পরিমাণ বা সংখ্যায় কোনো সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেটে লেনদেনের জন্য একজন গ্রাহককে কোনরূপ অতিরিক্ত চার্জ প্রদান করতে হয় না। প্রথমদিকে ধীরগতি প্রসার ঘটলেও বর্তমানে ব্যাংকগুলো এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে আগামী দিনে ব্যাংকিং ব্যবসা প্রসারের একটি উজ্জ্বল হাতিয়ার বলে অনুধাবন করছেন। কার্যক্রম চালু করেছে এরূপ ব্যাংকগুলোর সফলতা দেখে অন্যান্য ব্যাংক লাইসেন্স গ্রহণে উৎসাহিত হয়ে উঠছে। ইতিপূর্বে লাইসেন্স গ্রহণকারী ব্যাংকগুলোও এজেন্ট সংখ্যা বাড়িয়ে চলেছে। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে মোট ১২টি ব্যাংক এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য লাইসেন্স গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় মাঠপর্যায়ে ৮৮৬টি এজেন্ট নিয়োজিত আছে যাদের অধীনে মোট ১২৯৮টি সাব এজেন্ট রয়েছে। বাংলাদেশে বর্তমানে এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রমের আওতায় খোলা হিসাব সংখ্যা ২,৮৩,০০০টি। এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রমকে জনপ্রিয় ও গ্রাহকের নিকট আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য বিভিন্ন ব্যাংক এ সকল হিসাবে বিশেষ সুবিধা প্রদান করে আসছে। ন্যূনতম জমায় হিসাব খোলা, নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ফ্রি এটিএম কার্ড, মাধ্যমে শহরাঞ্চলের গ্রাহকদেরও সহজে ও দ্রুততার সাথে ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা যাচ্ছে। এর ফলে একদিকে যেমন ব্যাংক স্বল্প খরচে প্রচুর নতুন গ্রাহক পাচ্ছে তেমনি গ্রাহকরাও স্বল্প সময়ে নিকটবর্তী স্থানে ব্যাংকের আধুনিক সেবাসমূহ লাভ করছে। সৃষ্টি হচ্ছে নতুন গ্রাহক। সাধারণ মানুষ আর্থিক সেবা গ্রহণের সুফল অনুধাবন করছে। একই সাথে ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন প্রক্রিয়ার পরিধি বিস্তৃত হচ্ছে। ব্যাংকিং চ্যানেলে লেনদেন হওয়ার কারণে দেশের অর্থনীতি গতিশীল হয়ে উঠছে।

ক্ষুদ্র আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য এজেন্ট ব্যাংকিং হতে পারে ব্যাংকিং সেবা পাওয়ার প্রথম পদক্ষেপ। এ বিবেচনায় এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম প্রসারে বাংলাদেশ ব্যাংকও বিভিন্ন সময় নিত্যনতুন কার্যক্রম গ্রহণ করে চলেছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০১৬-২০১৭ সালের কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালায় এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষি ও পল্লি ঋণ বিতরণে সকল ব্যাংককে সচেষ্ট রাখার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে চলমান পরিস্থিতি বজায় থাকলে সমাজের প্রত্যন্ত/ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে বসবাসরত সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী ও নিম্ন আয়ের পেশাজীবী/ব্যবসায়ীদের জন্য আর্থিক সেবা নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম ভবিষ্যতে আরও ব্যাপকভাবে পরিচালিত হবে।

■ *লেখক: ডিডি, এফআইডি, প্র.কা.*

লন্ডন

মূল : উইলিয়াম ব্লেক

অনুবাদ : ভাস্কর পোদ্দার

আমি প্রতিটি মুক্ত সড়কে ইচ্ছেমতো ঘুরি
যার পাশেই অবাধ্য টেমস প্রবাহিত,
আর আমার সাথে যাদের দেখা হয়
তাদের প্রত্যেকের মুখে দেখি
কষ্ট আর যন্ত্রণার জ্বলন্ত প্রতিচ্ছবি।

প্রতিটি মানুষের প্রতিটি চিৎকারে
প্রতিটি শিশুর ভয়ার্ত কান্নায়
প্রতিটি স্বরে, প্রতিটি প্রতিবন্ধকতায়
আমি শুনি মনন-যাতনের শৃংখলের শব্দ।

আমি শুনি কিভাবে চিমনি সুইপার চিৎকার করে
কিভাবে প্রত্যেক কলঙ্কময় গীর্জা আতঙ্ক ছড়ায়;
কিভাবে অসহায় সৈনিকের দীর্ঘশ্বাস
ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয় রক্তে ভেজা প্রাসাদের দেয়ালে।

মধ্যরাতে রাস্তায় রাস্তায় আমি শুনি
কিভাবে যৌবনমত্ত পতিতার অভিসম্পাত
নিরর্থক করে নতুন জন্ম নেয়া শিশুর কান্না
আর কিভাবে বিবাহ পরিণত হয় জীবন্ত মৃত্যুতে।

কবি পরিচিতি: জেডি, বিএফআইইউ, প্র.কা.

তোমায় বড্ড মনে পড়ে

মোঃ সাইরুল ইসলাম

একাত্তরের হায়নার থাবায় রক্ত যখন ঝরে
তোমার কথা তখন আমার বড্ড মনে পড়ে।

সোহরাওয়ার্দীর সবুজ ঘাস মাথা যখন নাড়ে
তোমার কথা তখন আমার বড্ড মনে পড়ে।

লাল-সবুজের পতাকা যেই নীল আকাশে ওড়ে
তোমার কথা বন্ধু তখন বড্ড মনে পড়ে।

অটিজমদের পুতুল যখন বুকে জড়িয়ে ধরে
তোমার কথা তখন আমার বড্ড মনে পড়ে।

মোস্তাফিজ যখন ক্রিকেটে বিশ্ব নজর কাড়ে
তোমার কথা জাতির তখন বড্ড মনে পড়ে।

তোমার মেয়ে গাঁয়ে গিয়ে
দুখীমাকে বুকে নিয়ে আদর যখন করে-
তখন সবার রাখাল রাজা-
তোমার প্রেম-ভালবাসা বড্ড মনে পড়ে।

কবি পরিচিতি: ডিএম, সদরঘাট অফিস

আমার স্বপ্ন

জি এম ছফেদ আলি

আমি সাগরের পাড়ে দাঁড়িয়ে থেকে
দিগন্ত পানে তাকাতে চাই-
গাঙচিল হয়ে সলিলে ভাসিয়া
ঢেউয়ের দোলায় দুলিতে চাই,
ছুটে আসা ঢেউয়ে জলকেলি করি
হরিষ-প্লাবনে ভাসতে চাই, জলের ছটায় মাতিয়া উঠিয়া
নাচিয়া, গাহিয়া ছুটিতে চাই।
আমি সাগরের জলে ডুব দিয়ে উঠে
বেলাভূমিতে হাঁটতে চাই, বালুচরে রাখা পদচিহ্নগুলো
কাপড়ের জলে ভিজাতে চাই, কাদাজলে ছুটে ঝিনুক কুড়ায়ে
মালা গাঁথি তাহা বিলাতে চাই-
আঙুলের ডগায় বালুর কাগজে, জীবন কাহিনী লিখতে চাই।
আমি শারদ প্রাতে দুর্বা শিশিরে, চরণযুগল ভেজাতে চাই-
রৌদ্র কিরণে চরণ-চিহ্ন, হারিয়ে যাওয়া দেখতে চাই।
ঝলমলে রোদে কচি পাতাগুলো, চুপসে যাওয়া দেখতে চাই।
পাতার আড়ালে তরুশাখে বসা, শালিকের ভাষা বুঝতে চাই।
আমি প্রজাপতি হয়ে পুষ্পকাননে
ডানা মেলে উড়ে বেড়াতে চাই,
রঙের মেলার রহস্য ভেদিয়া, আনন্দলোকে ভিড়তে চাই।
রঙ-বেরঙের পুষ্প পরশে, নিথর লগন কাটাতে চাই-
রেণুর পরশে শিহরি উঠিয়া, খুশিতে ভুবন মাতাতে চাই।
শুকনো পাতার মর্মর ধ্বনি, কর্ণকুহরে শুনিতে পাই,
হারানো কাব্য, দুর্লভ বাণী,
স্মৃতির পাতায় লিখতে চাই।
স্বপ্নেরা সব অবেলায় এসে
ভিড় করে মন-জানালায়,
একা বসে থাকি বাতায়ন পাশে, স্বপ্নেরা মন ছুঁয়ে যায়।

কবি পরিচিতি: ডিডি, এইচআরডি-১, প্র.কা.

ছড়ায় ছড়ায় শুদ্ধ ভাষা
সুবলকুমার বণিক

আদালতে গিয়ে যদি দাও তুমি সাক্ষ্য

আদালতে গিয়ে যদি দাও তুমি সাক্ষ্য
পণ্ডিত বলবেন সুমধুর বাক্য।
কিন্তু সেখানে গিয়ে যদি দাও সাক্ষী
তখন দেখবে তাঁর ওরে বাবা রাগ কী !
কারণ সাক্ষ্য দিলে ভাষা হয় শুদ্ধ
তাইতো সাক্ষী দিলে হন তিনি ক্রুদ্ধ।

[যে নিজে দেখে সে-ই হচ্ছে সাক্ষী। অন্য কথায় সে হচ্ছে প্রত্যক্ষদর্শী। 'সাক্ষী' শব্দের মধ্যে 'অক্ষি' বা চোখ শব্দটি রয়েছে। স্বচক্ষে দেখেছে বলেই সে 'সাক্ষী'। বিচারাধীন কোন বিষয়ে সাক্ষীর মুখ থেকে ঘটনার বিবরণ শোনা হয়। একে বলে 'সাক্ষ্য'। আদালতে এই সাক্ষ্য 'দিতে হয়'। অনেকেই ভুল করে বলে, 'সাক্ষী দিয়েছি।' ঘটনা যে ঘটতে দেখেছে, সে হল সাক্ষী। সুতরাং 'সাক্ষী দিয়েছি' এটা একেবারেই ভুল প্রয়োগ। বলতে হবে 'সাক্ষ্য দিয়েছি।' অর্থাৎ 'নিজ চোখে যা দেখেছি তার বিবরণ দিয়েছি।']

যুগল ছবি

শেখ মুকিতুল ইসলাম

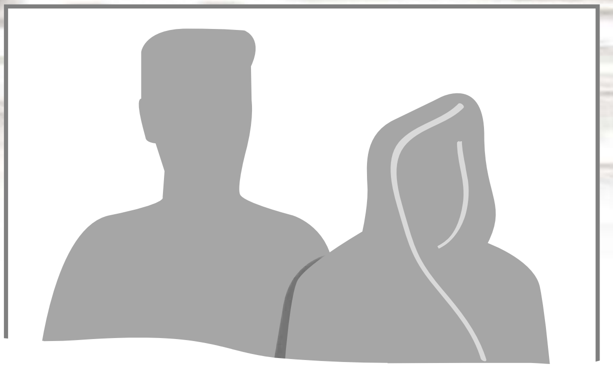

রফিক সাহেব ভোর না হতেই তড়িঘড়ি করে পত্রিকার দোকানের দিকে ছুটলেন। আজ পত্রিকায় তার একটা ছবি ছাপার কথা। আসলে ছবিটা তার একার না। তার আর তার স্ত্রীর যুগল ছবি। রফিক সাহেবের স্ত্রীর অনেক দিনের শখ পত্রিকায় তার একটা ছবি আসবে। রফিক সাহেব পেনশনের টাকা থেকে একটু একটু করে বাঁচিয়ে এইবার তাদের বিবাহ বার্ষিকীর দিন ছবি ছাপানোর ব্যবস্থা করেছেন। বেশ জনপ্রিয় পত্রিকা। বাজারে কাটতি অনেক। পত্রিকার দোকানে গিয়ে পত্রিকায় হাত রাখতেই বিক্রেতা অন্যদিনের মতোই কর্কশ গলায় বলে উঠল- এই যে চাচা। পত্রিকাতো একদিনও কিনেন না খালি ফাও পড়ার ধান্দা। রাখেন দেখি পত্রিকা। যান ঐদিকে দেয়ালে লাগানো পত্রিকা পড়েন গিয়া।

রফিক সাহেব ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, এই মিয়া মুখ সামলিয়ে কথা বলো। আজ আমি এই পত্রিকারই পাঁচটা কপি কিনবো। সম্মান দিয়া কথা বলো।

পত্রিক বিক্রেতা হাঁ করে তাকায় থাকে। রফিক সাহেবের কথার সত্যতা মাপার চেষ্টা করে। এই লোককে অন্যদিনের থেকে আজ একটু আলাদা মনে হয় তার। অন্যদিনের মতো চুপচাপ চলে যাবার পরিবর্তে আজ তার গলার ঝাঁঝ বলে দেয় ঘটনা কিছু আলাদা।

-তো নিবেন যখন নেন। পাঁচটা কেন দশটা নেন।

বলে অন্য ক্রেতার দিকে মনোযোগ দেয় বিক্রেতা। রফিক সাহেব একটা কপি হাতে নেন। তার চোখ আটকে যায় পত্রিকার প্রথম পাতার নিচের বিজ্ঞাপনে। প্রিয়জনকে বিশেষ দিনে উপহার দেওয়ার জন্য ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের ছাড়ের বিজ্ঞাপন। রফিক সাহেব কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। পাতা উল্টান। তার হিসাব মতে তাদের যুগল ছবিটা ছাপা হওয়ার কথা সপ্তম পাতায়। সাত সংখ্যাটা রফিক সাহেবের খুব প্রিয়। লাকি নাম্বার। তাদের বিয়েও হয়েছিল সাত তারিখে। হঠাৎ রফিক সাহেব সিদ্ধান্ত নেন তিনি পাঁচটি নয় বরং সাতটি কপি কিনবেন আজকের পত্রিকার। পাতা উল্টে সপ্তম পাতায় গেলেন। কিন্তু তাদের কোনো ছবি পেলেন না। দুটো বাচ্চার জন্মদিনের ছবি। একটা ছবিতে বাচ্চাটা গোমড়া মুখ করে বসে আছে। দেখে রফিক সাহেব বিরক্ত হলেন। বাচ্চার অভিভাবকরা ভীষণরকম কৃপণ। বাচ্চাটার কি আর সুন্দর ছবি ছিলনা ! রফিক সাহেব আর তার স্ত্রীর খুব ছেলে সন্তানের শখ ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তাদের কোনো সন্তান দেননি। সবই আল্লাহর ইচ্ছা। ছোটখাটো একটা সরকারি চাকরি শেষে অবসর জীবন কাটাচ্ছেন তিনি। আজ তার বহুদিনের শখ পূরণ হবে পত্রিকায় তার আর তার স্ত্রীর ছবিটা থাকলে। তিনি পৃষ্ঠা উল্টাতে থাকেন। আট নয় দশ করে তেইশতম পৃষ্ঠায় গিয়েও যখন খুঁজে পাননা তাদের ছবি, তখন তিনি আড়চোখে পত্রিকা বিক্রেতার দিকে তাকান। শুধু শেষ পৃষ্ঠাটা বাকি। কিন্তু তিনিতো তার বাড়িওয়ালার ছেলেকে গুনে গুনে টাকা দিয়েছিলেন আর সাথে তাদের ছবিটাও। নতুন বাসায় উঠার পর কয়েকদিন কথা বলেই তিনি জানতে পেরেছেন পত্রিকা অফিসে ছেলেটার নাকি ভালো জানাশোনা আছে। যদিও পরে একথা শুনে সামনের দোকানের দোকানিটা হেসে বলেছিল কাজটি তিনি ঠিক করেননি। ছেলেটা নাকি নেশা করে। টাকাটা নিয়ে সে নেশা করবে। রফিক সাহেবের বিশ্বাস হয়নি। ছেলেটাকে তার তেমন মনে হয়নি। ভদ্র ব্যবহার। তাকে দেখলেই ছেলেটা লম্বা একটা সালাম দেয়। এমন ছেলে খারাপ কাজ করতে পারে বলে মনে হয়না। যাই হোক আর একটা পাতা। দুরুদুরু বুকে রফিক সাহেব শেষ পাতাটা উল্টালেন। নাহ্ এখানেও ছবিটা নেই। তবে কি দোকানি ঠিকই বলেছে। রফিক সাহেব একবার পত্রিকা বিক্রেতার দিকে তাকালেন। সে ব্যস্ত অন্য ক্রেতা সামলাতে। এই ফাঁকে সরে পরবেন কিনা- তিনি ভাবতে লাগলেন। কথামতো পাঁচটা পত্রিকা কিনতে হলে পঞ্চাশটা টাকা চলে যাবে। একরুমে ভাড়া থাকা রফিক সাহেবের জন্য এই দুর্মূল্যের বাজারে এ যে বিরাট ক্ষতি ! আবার না কিনলে এই পত্রিকা বিক্রেতার সামনে মুখ থাকবেনা। সারা জীবন এই সম্মানটাই তো কেবল ধরে রাখতে যুদ্ধ করে গেছেন। ঘুষের পথে পা বাড়াননি। আজ আল্লাহ্ তাকে এ কেমন পরিস্থিতিতে ফেলল। মোবাইলে মাত্র চার টাকা উনসত্তর পয়সা আছে। লাস্ট বিশ টাকা ভরেছিলেন, তাও দিন বিশেক আগে। লাগে নাতো টাকা। কেউ নেই কথা বলার। সেই ব্যালেন্স নিয়েই ফোন দিলেন বাড়িওয়ালার ছেলেকে। ফোনটা বন্ধ। রফিক সাহেব বুঝে গেলেন যা বোঝার। তিনি কি করে মুখ দেখাবেন তার স্ত্রীর কাছে ? তার চেয়ে বড় কথা এখন পত্রিকা না কিনে ফিরবেন কেমন করে। শেষমেষ পত্রিকা বিক্রেতার কাছে দুই টাকা দামের একটা পত্রিকা চাইলেন। পত্রিকা বিক্রেতা যেন এই মুহূর্তের অপেক্ষাই করছিল। মুখ বিকৃত করে বলল- আপনি চাচা মানুষ সুবিধার না। দশ টাকা দামের পত্রিকা এইখানে দাঁড়ায় মুখস্ত কইর‌্যা অহন কইতাছেন দুই টাকা দামের পত্রিকা দিতে। আর আইস্যা কইলেন যে পাঁচটা পেপার লইবেন এক লগে। যান যান আপনার কাছে পেপার বেচুম না। মিয়া ফাও খাওয়া পাবলিক।

রফিক সাহেবের মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। তিনি এক পা দুই পা করে এগোতে লাগলেন বাড়ির দিকে। চোখে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিল। এই বয়সে এসে এমনভাবে অপমানিত হবেন তিনি ভাবতে পারেননি। কিন্তু ছবিটাতো আসেনি। তাই পঞ্চাশ টাকা নষ্ট করলে মাস শেষে টানাটানি পড়বে। ভেবেছিলেন দুইটা পত্রিকা বাসায় সাজিয়ে রেখে একটা দিবেন বাড়িওয়ালার বাসায় আর দুটো দিবেন তার হাঁটার সঙ্গী দুই বন্ধুকে। পিছনে পত্রিকার দোকানির বিদ্রুপ চলতে থাকে। কোনোমতে বাসায় এসে তালাটা খুলে ঢুকলেন। স্ত্রীর ছবিটা দরজা খুললেই ঠিক সামনের দেয়ালে। মারা যাবার আগের দিনও তিনি স্ত্রীকে কথা দিয়েছিলেন যে আসছে বিবাহবার্ষিকীতে পত্রিকায় তাদের ছবি থাকবে। যুগল ছবি। সেই বিয়ের সময় তোলা একটা ছবিই যত্ন করে রেখে দিয়েছিলেন। স্ত্রী মারা যাওয়ার পর থেকে প্রতিদিন তিনি অপেক্ষা করেছেন আজকের দিনটার জন্য। স্ত্রীকে দেওয়া শেষ কথাটা তো অন্তত রাখতে হবে। দরজা দিয়ে ঢোকার সময় আজ আর স্ত্রীর ছবির দিকে তাকালেন না রফিক সাহেব। তাকাবেন কোন মুখে। মাথাটা নিচু করে ঢুকলেন। হঠাৎ চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল। হাত বাড়িয়ে টেবিলটা ধরতে গিয়েও পারলেন না। পড়ে গেলেন।

পরের দিন পত্রিকার এক কোণায় ছোট্ট করে তার মৃত্যু সংবাদটা ছাপা হলো - ছবি ছাড়াই।

■ *লেখক : এডি, এফইআইডি, প্র.কা.*

পুনেতে প্রশিক্ষণ

কাকলী ঘোষ

বিয়ের পর থেকে বড় কোন ছুটিছাটা পড়লেই আমার হাজব্যান্ডকে বলতাম, চল যাই তাজমহল দেখে আসি। কিন্তু সংসার জীবনের গোলকধাঁধা হতে মুক্ত হয়ে কখনও সেখানে যাওয়া হয়ে উঠেনি। হঠাৎ করেই একদিন ভারতের পুনেতে অনুষ্ঠিত Program on Restructuring and Strengthening Agricultural/ Rural Financing Institutions বিষয়ক পাঁচ কর্মদিবসের একটা প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য অফিস হতে আমাকে মনোনয়ন দেয়া হ'ল। বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে একা আমাকেই মনোনীত করা হয়েছে। প্রোগ্রামটি CICTAB এর উদ্যোগে Reserve Bank of India এর স্পন্সরশীপে College of Agricultural Banking (CAB) এ অনুষ্ঠিত হবে। ঠিক হ'ল আমার হাজব্যান্ড এবং কন্যা দুজনকে নিয়েই হবে আমার এ যাত্রা, এতে রথ দেখা এবং কলাবেচা দুটোই হবে। অর্থাৎ অফিসিয়াল ট্রেনিং এবং তাজমহল বেড়ানো দুটোই করা যাবে।

ট্যুর মানেই বিভিন্ন ঝক্কি ঝামেলার পূর্বপ্রস্তুতি। অফিসিয়াল পাসপোর্ট থাকায় আমাকে ভারতের ভিসার জন্য দাঁড়াতে হ'ল না কিন্তু অফিস অর্ডারের পর হাতে খুবই অল্প সময় থাকায় পরিবারের অন্য সদস্যদের ভিসা নিয়ে বেশ ঝামেলা পোহাতে হ'ল। টিকেট কাটতে যেয়ে আরেক দুর্ভোগ। ০৪ হতে ০৮ জুলাই, পাঁচ দিনব্যাপী প্রোগ্রামের মাঝেই পড়েছে ঈদুল ফিতর। ফলে টিকেটের দামও আকাশচুম্বী। কি আর করা। অবশেষে বেশ কিছু টাকা দণ্ডি দিয়েই টিকেট কাটা হ'ল। ট্যুর নিয়ে সবচেয়ে বেশি উত্তেজনায় ছিল আমার সাড়ে তিন বৎসরের মেয়ে আদ্রিকা। সে তার নতুন পাসপোর্ট হাতে পেয়ে একই সাথে খুশি এবং গর্বিত। আত্মীয়স্বজন যাকে কাছে পায় তাকেই তার বিদেশে যাওয়ার নতুন বই অর্থাৎ পাসপোর্ট দেখায় এবং কার জন্য কি কিনে আনবে তার প্রতিশ্রুতি দিতে থাকে। আমি আড়ালে দাঁড়িয়ে মুচকি হাসি।

অবশেষে যাত্রা শুরু হ'ল। আমরা পুনে পৌঁছলাম। Reserve Bank of India প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য আবাসিক সুবিধার ব্যবস্থা করলেও পরিবার সাথে থাকায় আমার পক্ষে সে সুবিধা গ্রহণ করা সম্ভব হ'ল না। তবে CICTAB এর সহযোগিতায় একটা গেস্ট হাউজে থাকার জায়গা মিলল। যেখান হতে পনেরো মিনিট পায়ে হেঁটেই ট্রেনিংয়ে অংশগ্রহণ করা যাবে। কিন্তু সে সময়ে পুনেতে সবসময়ই বৃষ্টি হচ্ছিল বলে গেস্ট হাউজ হতে CAB (প্রোগ্রাম ভেন্যু) এ যেতে বেশিরভাগ সময়ই অটো ব্যবহার করতে হতো এবং মজার বিষয় হ'ল অটোতে ভাড়া হতো সর্বোচ্চ বিশ টাকা। আমাদের দেশে বিশ টাকার দূরত্বে অটো পাওয়া কিছুটা স্বপ্নের মতো হলেও পুনেতে এটা একটা স্বাভাবিক ঘটনা।

ট্রেনিংয়ে Reserve Bank of India এর কর্মকর্তারা ছাড়াও CICTAB এর পারদর্শী বক্তাগণ সেশন পরিচালনা করেন। সেখানে ভারতীয় অর্থনীতিতে কৃষির অবদান এবং কৃষি খাতের উন্নয়নে ব্যাংকিং খাতের ভূমিকা তুলে ধরা হয়। ট্রেনিংয়ে আমি জানতে পারি যে, ভারতে একই আর্থসামাজিক অবস্থার ১৫-২০ জন দুস্থ এবং অসহায় মহিলার সমন্বয়ে ছোট ছোট গ্রুপ করে সেলফ হেল্প গ্রুপ (SHG) তৈরি করা হয় যেখানে তারা নিজেদের সাধ্যমতো অর্থ সঞ্চয় করেন এবং নিজের গ্রুপের সদস্যদের বিপদের সময় সহায়তা করে থাকেন। তাছাড়া তাদেরকে স্বাবলম্বী করে তোলার উদ্দেশ্যে SHG এর মাধ্যমে ব্যাংক হতে ক্ষুদ্র ঋণও দেয়া হয়। ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য ভারতে কোন ইনিশিয়াল ডিপোজিট প্রয়োজন হয় না। এই ট্রেনিংয়ে আমি ছাড়াও নেপাল এবং শ্রীলংকার প্রশিক্ষণার্থীরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিজ নিজ দেশের অবস্থান তুলে ধরেন।

ট্রেনিংয়ের অংশ হিসেবে দুইদিন আমাদের ফিল্ড ভিজিটে নিয়ে যাওয়া হ'ল। দ্বিতীয় দিন ফিল্ড ভিজিটে যখন ভারতীয় সমাজকর্মী আন্না হাজারীর মডেল গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয় আমরা বিস্মিত হলাম। মহারাষ্ট্রের আহমেদনগর জেলার রালেগান সিদ্ধি (Ralegan Siddhi) একটি স্বনির্ভর গ্রাম যেখানে বৃষ্টি খুব কম হয়। তবে বৃষ্টির পানিকে জমিয়ে রেখে সেই পানি এবং অন্যান্য ব্যবহৃত পানি রিফাইন করে পানির সর্বোত্তম ব্যবহার করায় চাষাবাদ বা দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য পানির কোন অভাব হয় না। ঐ গ্রামে বায়োগ্যাস এবং সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সেখানে কোন গাছ না কেটে বরং বৃক্ষরোপণের দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। আন্না হাজারী শত ব্যস্ততার মাঝেও তাঁর দপ্তরে আমাদের চায়ের দাওয়াত দিয়েছিলেন। আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনেছি তাঁর বক্তৃতা। এভাবেই দেখতে দেখতে পুনের পাঁচ কর্মদিবসের ট্রেনিং শেষ হয়ে গেল।

এরপর তাজমহল বেড়ানোর উদ্দেশ্যে দিল্লিতে পা দিয়েই আমাদের আক্কেল গুড়ুম। দিল্লির তাপমাত্রা তখন প্রায় চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস। অথচ পুনেতে যথেষ্ট ঠাণ্ডা আবহাওয়া ছিল। এমনকি রুমে এসি পর্যন্ত ব্যবহার করতে হয়নি। আমরা দুইজন না হয় যেমন তেমন কাটিয়ে দিলাম কিন্তু আমার সাড়ে তিন বছরের মেয়ে কীভাবে এ গরম সহ্য করবে তাই নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়লাম। ফলে একটা এসি গাড়ি সারা দিনের জন্য ভাড়া করে নিলাম যাতে করে আগ্রার তাজমহল ছাড়াও অন্যান্য দর্শনীয় স্থান ঘুরে বেড়ানো যায়।

তাজমহল দেখার ইচ্ছা আমার অনেকদিনের। সম্রাট শাহজাহান তার স্ত্রী মমতাজকে ভালোবেসে তৈরি করেছিলেন তাজমহল - এ তথ্য অনেকেরই জানা। এটি তৈরি করতে ২০ হাজার লোকের প্রায় ২২ বৎসর সময় লেগেছিল। বলা হয়ে থাকে মহল তৈরির উপকরণ সামগ্রী বহন করার জন্য এক হাজারেরও বেশি হাতি ব্যবহার করা হয়। ভারত ছাড়াও চীন, শ্রীলংকা, আফগানিস্তানসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ হতে আটাশ ধরনের মূল্যবান পাথর আর সাদা মার্বেল ব্যবহার করে তৈরি হয় তাজমহল। এ তথ্যগুলো ছোটবেলা হতেই তাজমহলকে একটা স্বপ্নে পরিণত করেছে আমার কাছে। সেই স্বপ্ন পূরণেই এবার তাজমহল দেখতে যাওয়া। তাজমহলের ভিতরে প্রবেশ করতেই আমার সকল ক্লান্তি দূর হয়ে গেল। কী অপরূপ শৈলী, মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য! শত শত বৎসর আগে কত যত্নে, কত দক্ষ হাতেই না এ শিল্পকর্ম তৈরি করা হয়েছে, যা এখনও অতুলনীয়। তাজমহল দেখা শেষ করে খুব অল্প সময়ের মাঝেই আমরা আগ্রা ফোর্টসহ বেশ কয়েকটি দর্শনীয় স্থান বেড়ালাম। দেশে ফিরে অফিস এবং সংসারের যুগলে আবার সেই কর্মব্যস্ত জীবন !!! পুনেতে প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পাশাপাশি শুধু মানসপটে রয়ে গেল ভ্রমণকালীন কিছু মধুময় স্মৃতি ।

■ *লেখক পরিচিতি: ডিডি, বিবিটিএ*

বাংলাদেশ ব্যাংক লাইব্রেরিতে নতুন সংগ্রহ

পাঠকদের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি গ্রন্থাগারের সংগ্রহকে সমৃদ্ধ করতে বাংলাদেশ ব্যাংক লাইব্রেরি উন্নয়ন, অর্থনীতি, সাম্প্রতিক ইস্যু ও সাহিত্য সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বই ও সাময়িকী সংগ্রহ করে। প্রকাশনাগুলো পাঠ করার মাধ্যমে পাঠকগণ ব্যক্তিগতভাবে নিজেরা যেমন উপকৃত হন তেমনি সামষ্টিকভাবে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারেন। নিম্নে পাঠকগণ এক নজরে সাম্প্রতিক সময়ে সংগৃহীত নিম্নোক্ত বই/সাময়িকী সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারবেন।

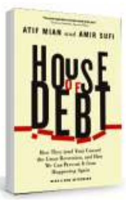

House Of Debt : How They (And You) Caused The Great Recession, And How We Can Prevent It From Happening Again

- Atif Mian and Amir Sufi

The University of Chicago Press, UK; 2014

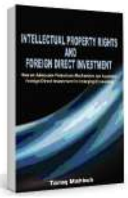

Intellectual Property Rights And Foreign Direct Investment : How An Adequate Protection Mechanism Can Augment Foreign Direct Investment In Emerging Economies

- Tareq Mahbub

Academic Press and Publishers Library, Dhaka; 2013

This Time Is Different : Eight Centuries Of Financial Folly

- Carmen M. Reinhart and Kenneth S. Rogoff

Princeton University Press, USA; 2009

The Development Of E-payments And Challenges For Central Banks In The Seacen Countries

- Vincent Lim Choon Seng

Seacen, Malaysia; 2008

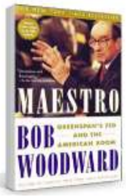

Maestro: Greenspan's Fed And The American Boom

- Bob Woodward

Simon And Schuster, USA; 2000

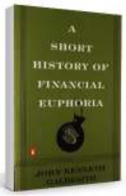

A Short History Of Financial Euphoria

- John Kenneth Galbraith

Penguin Books, USA; 1993

ভারত উন্নয়ন ও বঞ্চনা

- জঁ দ্রেজ ও অমর্ত্য সেন

আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা; ২০১৫

আজব ও জবর-আজব অর্থনীতি

- আকবর আলী খান

প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা; ২০১৫

যার যা ধর্ম

- মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা; ২০১৫

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র

- রাধাগোবিন্দ বসাক

শংঘ প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৪

বাংলাদেশের উন্নয়ন কি অসম্ভব?

- আনু মোহাম্মদ

জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা; ২০০৯

Report Of The Survey On Investment From Remittance (SIR) 2016

Bangladesh Bureau of Statistics (BBS)
Statistics and Information Division
Ministry of Planning

Financial Stability Report 2015 (Issue:6, June 2016)

Financial Stability Department
Bangladesh Bank

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০১৬-২০১৭

- কার্যক্রম বিভাগ

পরিকল্পনা কমিশন
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি

- কৃষি ঋণ বিভাগ

বাংলাদেশ ব্যাংক

আইসিটি সিকিউরিটির ঝুঁকিসমূহ ও প্রতিকারের উপায়

মোঃ ইকরামুল কবীর

আইসিটি সিকিউরিটির যেসব ঝুঁকি রয়েছে, তার মধ্যে ম্যালওয়্যার অনেক আলোচিত একটি নাম। ম্যালওয়্যার (Malware) হলো Malicious Software এর সংক্ষিপ্ত রূপ। আমরা অধিকাংশ কম্পিউটার ব্যবহারকারী যেটাকে ভাইরাস হিসেবে মনে করি সেটাই আসলে ম্যালওয়্যার। স্প্যানিশ ভাষায় "mal" is a prefix that means "bad," making the term "Badware," এই ম্যালওয়্যার (Malware)– Malicious Software বা Bad Software এর অনেকগুলো ফর্ম। যার মধ্যে ভাইরাস, ওয়ার্ম, ট্রোজান, স্পাইওয়্যার সহ আরও অনেক কিছু রয়েছে। সাধারণভাবে অন্যদের ক্ষতি করার জন্য যে সমস্ত প্রোগ্রাম তৈরি করে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয় তাকেই ম্যালওয়্যার বলে। আজ আমরা জানব বিভিন্ন ম্যালওয়্যার, তাদের কাজ এবং তাদের দ্বারা ক্ষতির প্রভাব এবং প্রতিকার সম্পর্কে।

ভাইরাস (Virus)

ভাইরাস তৈরি হয় কম্পিউটারের জন্য ক্ষতিকর কিছু কোডের সমন্বয়ে যা কম্পিউটারে ঐ কোড সম্বলিত সফটওয়্যার ইনস্টল করার পরে কাজ শুরু করে। কম্পিউটারে একবার ভাইরাস আক্রমণ করতে পারলে সেই ভাইরাস নিজেই নিজের প্রতিরূপ সৃষ্টি করতে পারে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমস্ত কম্পিউটারে ছড়িয়ে পড়ে সব কাজ, গুরুত্বপূর্ণ ফাইল এমনকি অপারেটিং সিস্টেমকে অকেজো করে ফেলতে পারে। সাধারণত ইউএসবি ড্রাইভ, ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড, ইমেইল এবং আরও কিছু পদ্ধতিতে কম্পিউটার ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। তাছাড়া ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত কোন ফাইল যদি কম্পিউটারে রান করা হয় তাহলে সেটা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে যাবে।

এডওয়্যার (Adware)

Adware হলো একঝাঁক অ্যাপ্লিকেশন অথবা সফটওয়্যারের সমষ্টি যেটা আপনার অজান্তে আপনার কম্পিউটারে চলে আসবে। সাধারণত ডাউনলোড করার সময় আমাদের মনের অজান্তে কিংবা খেয়াল না করার কারণে একটা ডাউনলোডের পরিবর্তে অন্যটা ডাউনলোড করে ফেলি। এর কারণ অনেক সময় দেখা যায় এডওয়্যার ডাউনলোডের জন্য আগে থেকেই এডওয়্যার ডাউনলোড বাটন চেক করা থাকে। এবং উক্ত ডাউনলোড পেইজে একের অধিক ডাউনলোড বাটন থাকে। আপনি মনের ভুলে কোন একটা ক্লিক করে ফেললেই আপনার পিসিতে এডওয়্যার ডাউনলোড হওয়া শুরু করবে।

ট্রোজান (Trojan)

ট্রোজান ম্যালওয়্যারের নামকরণ করা হয়েছে ট্রোজান হর্স থেকে। ট্রোজান হর্স সম্পর্কে যারা জানেন না তাদের এ বিষয়ে সামান্য ধারণা দেওয়া যাক। আপনারা হয়তো ঐতিহাসিক ট্রয় এবং ট্রোজানদের যুদ্ধের কাহিনী জানেন। ট্রোজানরা যখন ট্রয় নগরী আক্রমণ করতে আসে তখন ট্রয় নগরীর চারপাশের প্রাচীর ভেদ করে তারা ভেতরে প্রবেশ করতে পারছিল না। পরে তারা বুদ্ধি করে নিজেদের যুদ্ধ জাহাজগুলোকে লুকিয়ে রেখে সমুদ্রতীরে বিশাল এক কাঠের ঘোড়া তৈরি করে। যার ভেতরে ট্রোজান বীরগণ লুকিয়ে ছিলেন।ট্রয় নগরীর রাজা ধরে নিলেন ট্রোজানরা পালিয়ে গেছে এবং তিনি সমুদ্র তীরে একটি কাঠের বিশাল আকৃতির ঘোড়া দেখতে পেলেন। তিনি সেটাকে দেবতার আশীর্বাদ ভেবে ট্রয় নগরীর ভেতরে নিয়ে এলেন। তারপর রাতের অন্ধকারে ট্রোজান সৈন্যরা ঘোড়া ভেঙ্গে বের হয়ে এলো এবং দুর্গের দরজা ভেতর থেকে খুলে দিয়ে ট্রোজান সেনাবাহিনীকে ভেতরে প্রবেশের ব্যবস্থা করে দিল। এভাবেই ট্রয় নগরীর চারপাশে মজবুত প্রাচীর থাকা সত্ত্বেও অরক্ষিত অবস্থায় ধ্বংস হয়ে যায়।

ট্রোজান ভাইরাসের সাথে ট্রোজান হর্সের এই ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। কারণ ট্রোজান ভাইরাস ঠিক এভাবেই কাজ করে। এটি সন্তর্পণে আপনার কম্পিউটারে প্রবেশ করে এবং তারপর আপনার অজান্তে এটি সার্ভারের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করে। যখন সফল হয় তখন আপনার পিসির নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যাকডোর ওপেন হয়ে যায়। তারমানে হ্যাকাররা দূরে থেকেই আপনার পিসি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং আপনার যাবতীয় গোপন জিনিস তারা হাতিয়ে নেয়। তবে আক্রান্ত হওয়ার পরে আপনি যদি বুঝতে পারেন যে আপনার পিসি ট্রোজান ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে তাহলে সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো আপনি যদি ইন্টারনেট কানেকশন বন্ধ রাখেন তাহলে হ্যাকাররা কোনভাবেই আপনার পিসি নিয়ন্ত্রণ করতে বা তথ্য চুরি করতে পারবে না। কানেকশন বন্ধ রেখে আপনি খুব সহজেই ট্রোজান রিমুভার দিয়ে ট্রোজান ভাইরাস অপসারণ করতে পারবেন।

স্পাইওয়্যার (Spyware)

স্পাইওয়্যার মূলত আপনার ইন্টারনেট সার্ফিংয়ের উপর নজরদারি করে এবং অ্যাড রিলেটেড ব্যাপারগুলোর সাথে সম্পৃক্ত থাকে। স্পাইওয়্যার মাঝে মাঝে ট্রোজান হর্সের চেয়েও ক্ষতিকর হয়ে যায়- যখন এটা আপনার কম্পিউটারের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, ছবি, ইমেইল, ব্যাংক ইনফরমেশন সার্ভার কিংবা অন্য ব্যবহারকারীর কাছে পাঠিয়ে দেয়।

স্কেয়ারওয়্যার (Scareware)

Scareware হলো এমন একটা প্রোগ্রাম যেটা আপনার পিসিতে নেট সার্ফিংয়ের সময় আপনার অজান্তে ইনস্টল হবে এবং ম্যালওয়্যার এলার্ট দিয়ে বলবে যে আপনি মারাত্মকভাবে ম্যালওয়্যার দ্বারা আক্রান্ত এবং সেগুলো রিমুভ করার জন্য আপনার সফটওয়্যারটির ফুল ভার্সন কিনতে হবে। এভাবে অলীক ভয় দেখিয়ে আপনার টাকা হাতিয়ে নিবে।

র‌্যানসমওয়্যার (Ransomware)

Ransomware একটু ভিন্নভাবে কাজ করে। এটি আপনার পিসির গুরুত্বপূর্ণ ফাইলগুলোকে কিংবা সমগ্র পিসিকে বাইরে থেকে লক করে ফেলে এবং আনলক করার জন্য আপনার কাছ থেকে অর্থ দাবি করে। যদিও এটা রিমুভ করা খুব বেশি সমস্যার না, তবে যারা নতুন ব্যবহারকারী কিংবা অনভিজ্ঞ তাদের জন্য এটি খুব দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

কীভাবে অনলাইনে নিজেকে নিরাপদ রাখবেন ?

- আপনার অপারেটিং সিস্টেম এবং সংশ্লিষ্ট সব প্রোগ্রামকে নিয়মিত আপডেট রাখুন।
- একটি ভালো এন্টিভাইরাস প্রোগ্রাম ব্যবহার করুন এবং সেটাকে নিয়মিত আপডেট রাখুন।
- শক্তিশালী ফায়ারওয়াল ব্যবহার করুন এবং থ্রেট থেকে সচেতন হোন।
- অপরিচিত সোর্স হতে অপরিচিত কোন প্রোগ্রাম ডাউনলোড করা থেকে বিরত থাকুন।
- কোন প্রোগ্রামকে বা সফটওয়্যারকে ওপেন করার আগে এন্টিভাইরাস বা এন্টিম্যালওয়্যার দিয়ে ভালোভাবে স্ক্যান করে নিন।
- পাইরেটেড সফটওয়্যারকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন।

■ *লেখক: মেইনটিন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার (ডিডি), আইটিওসিডি, প্র.কা.*

যাঁরা অবসরে গেলেন....

মোঃ হাসান আসকারী ভূঞা

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান :
২২/৮/১৯৮৪
অবসর উত্তর ছুটি :
১৯/৭/২০১৬
বিভাগ : এফইওডি

জোয়ারদার মোঃ জিয়াউল আরিফিন

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান :
১৩/২/১৯৮১
অবসর উত্তর ছুটি :
১৬/৭/২০১৬
বিভাগ : গৃহায়ন তহবিল

মোঃ মোজাম্মেল হক-৫

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান :
১০/১/১৯৮৩
অবসর উত্তর ছুটি :
১/৭/২০১৬
বিভাগ : ডিবিআই-৩

মোঃ মনোয়ার হোসেন *(বীর মুক্তিযোদ্ধা)*

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান :
১৮/২/১৯৮১
অবসর উত্তর ছুটি :
১৬/৮/২০১৬
খুলনা অফিস

মোসাঃ আফরোজা বেগম

(উপপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান :
১২/১২/১৯৮৭
অবসর উত্তর ছুটি :
১/৬/২০১৬
বিভাগ : এইচআরডি-১

মোঃ আবুল কালাম

ফোরম্যান (টেকনিক্যাল)
ব্যাংকে যোগদান :
৪/৭/১৯৭৮
অবসর উত্তর ছুটি :
৪/৭/২০১৬
বিভাগ: সিএসডি-২

২০১৬ সালে এইচএসসি জিপিএ-৫

তামান্না আক্তার
ভিকারুন নিসা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: নাজমা শিমুল পাশা
পিতা: মোঃ আব্দুল মতিন মোল্যা
(ডিডি, মতিঝিল অফিস)

সানজিদা আমির
ভিকারুন নিসা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: আনিলা খাতুন
(ডিডি, ইএমডি-২, প্র.কা.)
পিতা: মোঃ আমির উদ্দিন

মালিহা মুরশেদ (সিমরান)
ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: পারভীন আক্তার
পিতা: মোহাম্মদ মুরশীদ আলম
(ডিজিএম, এসএমডি, প্র.কা.)

মোঃ নাঈমুর রহমান
বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চ বিদ্যালয় (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: মাসুমা আক্তার লিলি
পিতা: মোঃ হারুন হাওলাদার
(সিটি- ১ম মান, মতিঝিল অফিস)

বাঁধন পাল সৈকত
বাংলাদেশ ব্যাংক আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, ফরিদাবাদ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: রমা পাল
পিতা : পাল বিধান চন্দ্র
(জেএম, মতিঝিল অফিস)

আনিকা আরমান
আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: রেজিয়া খাতুন
(জেএম, মতিঝিল অফিস)
পিতা: আরমান মিয়া

উম্মে হাবিবা ছিদ্দিকা (লাবণ্য)
ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: সুলতান আরা বেগম (জিলু)
পিতা: আব্বাছ উদ্দিন ছিদ্দিক
(ডিডি প্রকৌ:, সিএসডি-২, প্র.কা.)

২০১৬ সালে এসএসসি জিপিএ-৫

সাদীয়া সাঈমা
মতিঝিল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: শামীমা পারভীন
পিতা : মোঃ মাহফুজুর রহমান
(ডিজিএম, ডিবিআই-৪)

সুমাইয়া খাতুন
ভিকারুন নিসা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: শামসুন নাহার
(ডিডি, এইচআরডি-২, প্র.কা.)
পিতা: মোঃ আবুল হোসেন
(ডিডি, এইচআরডি-১, প্র.কা.)

আল রাহিম মাজিদ
মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: মোসাঃ ছালেহা খাতুন
পিতা: মোঃ আব্দুল মজিদ
(এডি, পিএসডি, প্র.কা.)

তানজিনা আক্তার
সরকারি কারিগরি উচ্চ বিদ্যালয়, নোয়াখালী (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: সেলিনা আক্তার
পিতা: রেজাউল হক চৌধুরী
(সিনি. সিটি, চট্টগ্রাম অফিস)

২০১৫ সালে পিএসসি জিপিএ-৫

এস এম ইয়াসির আরাফাত
বাংলাদেশ ব্যাংক আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, ফরিদাবাদ

মাতা: ছায়ানুর শিরিন
পিতা: মোহাম্মদ আবুল বাসার
(ডিডি, ডিবিআই-২, প্র.কা.)

বাংলাদেশের তরল সোনা পাম অয়েলের অপার সম্ভাবনা

বাংলাদেশের কৃষি অর্থনীতিতে নতুন এক ক্ষেত্র হিসেবে ইতোমধ্যেই পাম অয়েল অপার সম্ভাবনার স্বাক্ষর রেখেছে। যা কিনা দেশের অর্থনীতিতে তো বটেই, জিডিপিতেও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়। দেশের মাটিতে পাম চাষের প্রবর্তক কৃষক মনজুর হোসেন। নিজেকে যিনি কৃষক মনজুর নামে পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। মনজুর বাংলাদেশকে আমদানিনির্ভর থেকে রপ্তানিনির্ভর দেশ হিসেবে পরিচিত করতে পাম অয়েলকে কাজে লাগাতে চান এবং ইতোমধ্যেই তিনি এ কাজে অনেক সফলতা দেখিয়েছেন। এমনকি রাষ্ট্রীয় সম্মাননা পেয়েছেন পাম অয়েল চাষ করে। বাংলাদেশের গণপ্রজাতন্ত্রী সরকারের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তাকে নাম দিয়েছেন- পাম মনজুর।

পাম অয়েলের সাথে বা কৃষির সাথে তার সম্পৃক্ততার গল্পটাও ভিন্ন রকম। কৃষক মনজুর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে ভর্তি হন ১৯৮০ সালে। সেই বছরই ছয়মাসের ব্যবধানে মা-বাবাকে হারিয়ে পড়াশুনা ছেড়ে সংসারের হাল ধরেন তিনি। স্বাধীনতার পূর্বে ১৯৬৭/৬৮ সালের দিকে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের লক্ষ্যে ড. আখতার হামিদ খান শীতকালে বোরো ধান রোপণের জন্য একটি আদর্শ গ্রাম বেছে নেন। সেই গ্রামটি 'মনা' গ্রাম। কুমিল্লার আদর্শ সদরের মনা গ্রামের কিছু প্রাচীনপন্থী ব্যক্তির বিরুদ্ধাচরণের জন্য এলাকাবাসীদের অনেকেই এ প্রকল্প বাস্তবায়নে সাড়া দেয়নি। এ অবস্থায় ড. আখতার হামিদ খান নিরাশ হয়ে পড়েন। কিন্তু তাঁর প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কৃষক মনজুর হোসেনের বাবা এবং গ্রামের কিছু সংখ্যক কৃষক এগিয়ে আসেন এবং সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন। তখন থেকেই মূলত বাংলাদেশে বোরো ধানের প্রচলন শুরু হয়। কৃষির প্রতি তার বাবার সেই চিন্তাধারাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং অনুসরণ করে কৃষক মনজুর হোসেন দেশে পাম অয়েল চাষের সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপদানের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন, পামগাছই পারে বাংলাদেশকে অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি দেশ হিসেবে পরিচিত করতে।

পাম গাছ মালয়েশিয়াকে বিশ্বের বুকে অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা এনে দিয়েছে। মালয়েশিয়া ৪০ বছর সময় নিয়েছিল পাম বৃক্ষ থেকে তেল উৎপাদনের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হতে। সেই বিবেচনায় বাংলাদেশে সবুজ বনায়নে পাম গাছ রোপণ এবং এর তেল বাজারজাতকরণ ও রপ্তানির মাধ্যমে অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করা সম্ভব। মনজুর হোসেনই প্রথম বাংলাদেশে পাম তেলের মিল চালু করেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল, কৃষি ঋণ বিভাগ এবং ইইএফ প্রজেক্টের অধীনে আইসিবির সার্বিক সহযোগিতায় তার এই পাম মিলের যাত্রা শুরু হয়। পাম এমন একটি বৃক্ষ যা মানব জাতির বহুবিধ কাজে ব্যবহৃত হয়। যেমন ভোজ্যতেল, ঔষধ (ফার্মাসিউটিক্যাল ঔষধ যেমন-প্যারাসিটামল, কর্পূর) ইত্যাদি তৈরি করা হয়। তার ভাষ্য মতে, বাণিজ্যিকভাবে দেশে পাম অয়েল চাষ হলে ৬০-৭০% আমদানি নির্ভরতা কমে যাবে। দেশে প্রচলিত সরিষা, সূর্যমুখি তেল জাতীয় ফসলের চেয়েও উৎপাদনশীল শস্য হবে পাম। পাম গাছ কার্বন-ডাই-অক্সাইড যতটুকু গ্রহণ করে তার দ্বিগুণ অক্সিজেন সরবরাহ করে। দেশের উপকূলীয় অঞ্চল, পাহাড়ি অঞ্চল, সড়কের দু'পাশে, পরিত্যক্ত ভূমিতে পাম খুব ভালো হয়। তার দৃঢ় বিশ্বাস, বাংলাদেশের পাম তেল একদিন রপ্তানির দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যাবে। তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের সিএসআর ফান্ডের মাধ্যমে সারাদেশে দশ হাজার চারা এবং বিভিন্ন শুভাকাঙ্ক্ষীর মাধ্যমে সাড়ে সাত লক্ষ পাম গাছের চারা রোপণ করেছেন। কৃষিক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য ২০১৪ সালে রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ পুরস্কার বঙ্গবন্ধু জাতীয় পুরস্কার লাভ করেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময় আন্তর্জাতিক ও দেশীয় বিভিন্ন সংস্থার সম্মাননাপ্রাপ্ত হয়েছেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালার মাধ্যমে অনেকেই এখন এই পাম গাছ সম্পর্কে জানতে পারছেন এবং চাষে উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন। পাম চাষে সার্বিক সহযোগিতার জন্য কৃষক মনজুর হোসেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, ডেপুটি গভর্নর, নির্বাহী পরিচালকসহ ব্যাংকের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য, palmmonjur নামে তার নিজস্ব ফেসবুক আইডি আছে যেখানে কৃষক মনজুর হোসেন এবং তার পাম অয়েল চাষ বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য রয়েছে।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স এর মহাব্যবস্থাপক এফ. এম. মোকাম্মেল হক কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।
ফোন : ৯৫৩০১৪১; ই- মেইল : bank.parikroma@bb.org.bd; ওয়েবসাইট : www.bb.org.bd; মুদ্রণে : অলিম্পিক প্রোডাক্টস প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ১৬৫, আরামবাগ, ঢাকা।